শীতল পাটি

জেদ্দাস্থ বৃহত্তর সিলেট সমিতির মূখপত্র

প্রকাশনায়ঃ বৃহত্তর সিলেট সমিতি, জেদ্দা

সম্পাদকঃ নজমুল চৌধুরী

যুগ্ম-সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস

প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বার, ২০০২ ইং

মুদ্রণেঃমাহা কম্পিউটার কম্পোজ

ও

এম তৌহিদ, জেদ্দা।

প্রচ্ছদঃ মোজহরুল হক

শীতল পাটি সাময়িকী পরিষদ 2002

প্রধান উপদেষ্টা : খায়রুল আলা চৌধুরী,
মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির,
ডা: এ. কে. ম. শামস আল-হুদা (নোমানী)

প্রধান পৃষ্টপোষক ও শিক্ষা উপদেষ্টা ঃ ডঃ আবু তাহের মোহাম্মদ জামিল।

উপদেষ্টা পরিষদ

রুহুল আমীন চৌধুরী (অর্থ)
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান (ব্যবস্থাপনায়)
কওছর জামান চৌধুরী (প্রচারে)

শিক্ষা উপ–পরিষদ:

আবুল কাসেম মো: সালেহ
মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম
মোহাম্মদ ফজলুল করিম
ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা

অর্থ উপ–পরিষদ:

মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন আলী
আলী তাওয়াজ খান লোদী
মো: মহিউদ্দীন শাহারিয়ার
মোহাম্মদ সফিক উদ্দীন

ব্যবস্থাপনা উপ–পরিষদ:

মোহাম্মদ আবদুল মোমিন
আতিকুল হোসেন
আবু সুফিয়ান
অব্দুল নূর

প্রচার উপ–পরিষদ:

হেলাল উদ্দীন আহমদ চৌধুরী
আবু জাফর আহমদ
আবদুল খালেক ফারুক
মুহিবুর রহমান

সার্বক্ষণিক সহযোগীতায়:

আ: মজিদ, রুহুল আ: টিপু, জমির উদ্দিন, আব্দুল অদুদ, লায়েক আহমদ, লয়লু মিয়া, জামাল উদ্দীন, শাহরিয়ার খান, আব্দুল হাদি, মারুফ আহমদ, হারুনুর রশীদ, রুহেল আমিন, সাঈদ মহিবুর রহমান, সোহেল আহমদ, আহমদ কবির, মঈন উদ্দীন, লুৎফর রহমান, আবুল কালাম, আব্দুস ছালিক, আব্দুর রশিদ ও আলফা চৌধুরী।

বৃহত্তর সিলেট সমিতির (BSS) কেন্দ্রীয় পরিষদ
জেদ্দা, সৌদিআরব।

প্রধান উপদেষ্টা ঃ
জনাব মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির

উপদেষ্টা ঃ
- জনাব নজমুল চৌধুরী
- জনাব মহিউদ্দীন শাহরিয়ার

কার্যকরী পরিষদ:

সভাপতি	জনাব খায়রুল আলা চৌধুরী

সহ–সভাপতি মন্ডলী

সহ-সভাপতি	জনাব রুহুল আমিন চৌধুরী
সহ-সভাপতি	জনাব কওছর জামান চৌধুরী
সহ-সভাপতি	জনাব আলী তাওয়াজ খান লোদী
সহ-সভাপতি	ডা: এ, কে, এম শামস আল-হোদা (নোমানী)

সম্পাদক মন্ডলী

সাধারন সম্পাদক	জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
যুগ্ম-সম্পাদক	জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস
সম্পাদক (অর্থ বিষয়ক)	জনাব মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন আলী
সম্পাদক (ব্যবসা ও আন্ত: বিনিয়োগ)	জনাব মোহাম্মদ আবুদল মোমীন
সম্পাদক (শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক)	জনাব মো: আবদুল খালিক ফারুক
সম্পাদক (ক্রীড়া ও প্রমোদ)	জনাব মো: আবু সুফিয়ান
সম্পাদক (ধর্ম বিষয়ক)	জনাব মো: আবদুর নুর
সম্পাদক (শ্রমিক কল্যান)	জনাব এ, কে, আলফা চৌধুরী
সম্পাদক (সমাজ কল্যান)	জনাব মো: আবদুর নুর তালুকদার
সম্পাদিকা (মহিলা ও শিশু বিষয়ক)	বেগম শামীমা জামান চৌধুরী
সম্পাদক (দপ্তর ও নতিপত্র)	জনাব মারুফ আহমদ চৌধুরী

সহ–সম্পাদকবৃন্দ:

সহ-সাংগঠিন সম্পাদক	জনাব রুহুল আমিন টিপু
সহ-সম্পাদক (অর্থ বিষয়ক)	জনাব সফিক উদ্দীন আহমদ
সহ-সম্পাদক (সাহিত্য ও বির্তক)	জনাব মোহাম্মদ আবুদল হাদী
সহ-সম্পাদক (শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক)	জনাব রুহুল আমিন তরফদার
সহ-সম্পাদক (ক্রীড়া ও প্রমোদ)	জনাব ইকবাল আহামদ ছিদ্দিকী
সহ-সম্পাদক (ধর্ম বিষয়ক)	জনাব মো: আবদুল হামিদ
সহ-সম্পাদিকা (মহিলা ও শিশু বিষয়ক)	বেগম দিলরুবা ফকরুদ্দীন আলী

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সন থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন পর্যন্ত মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যত বাঙালী আত্মবিসর্জন দিয়েছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে

এবং

বৃহত্তর সিলেট সম্মিতির নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দঃ

মরহুম জনাব ফজলুল হক
মরহুম জনাব মাসুদ রাজা
মরহুম জনাব আকমল হোসেন (হারুন ভাই)

এর স্মৃতির স্মরণে ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এসংখ্যা খানা উৎসর্গ করা হল।

-শীতল পাটি প্রকাশনা কতৃপক্ষ

অভিনন্দন বার্তা

পবিত্র হারামাইন শরীফ সংলগ্ন সৌদি আরবের বন্দর নগরী জেদ্দার বৃহত্তর সিলেট সমিতির জন্মলগ্ন থেকে আমরা জড়িত ছিলাম। বিগত কিছুদিন পুর্বে বৃহত্তর সিলেট সমিতির নব নিযুক্ত কেন্দ্রিয় পরিষদের সম্বার্ধনা অনুষ্ঠানে এবং সিলেটের তথা বাংলাদেশী সাংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক "শীতল পাটি" এর প্রকাশ কালে, আমরা অংশ গ্রহন করতে পারছিনা বলে মনে যদিও ভীষন আক্ষেপ অনুভব করছি তবুও শুরুতেই বৃহত্তর সিলেট সমিতির নব নিযুক্ত কেন্দ্রিয় পরিষদকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ।

দীর্ঘ বিরতীর পর বৃহত্তর সিলেট সমিতির সাময়িকী "শীতল পাটি" প্রকাশের ক্রান্তিলগ্নে আমরা মাতৃভুমি ও প্রবাস থেকে এর সকল লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদেরে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন। সেই সাথে মরুদেশের বছরের প্রচন্ড উত্তাপের মৌসুমে দৈনন্দিন কর্মের শত ব্যস্ততার ভিড়ে মাতৃভুমি ও মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধে উদ্বোদ্ধ হয়ে রাতের আরামকে হারাম করে সিলেটের প্রাচীন ঐতিহ্য "শীতল পাটি" সাময়িকীটি প্রকাশ করতে যারা সক্ষম হয়েছেন তাদের প্রতি রইল হৃদয় নিংড়ানো একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদান্তে,

মোহাম্মদ আবদুল মুকিত ও পরিবার বর্গ
মালিবাগ-ঢাকা।

মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ও পরিবার বর্গ
শাহ-ফাজিলচিসত, সিলেট।

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ ও পরিবার বর্গ
Montrel, Canada.

মোহাম্মদ আবুল খায়ের ও পরিবার বর্গ
New York, U. S. A.

সাকের আহমদ চৌধুরী ও পরিবার বর্গ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট.

মোহাম্মদ নাসের হোসেন
London, UK.

ডা: মোহাম্মদ তাজ উদ্দীন ও পরিবার বর্গ
London, UK.

সৈয়দ জিল্লুল হক ও পরিবার বর্গ
মালিবাগ, ঢাকা।

শরীফ উদ্দীন আহমদ ও পরিবার বর্গ
শ্রীমঙ্গল, মৌলবী বাজার।

মো: আব্দুল কদ্দুস ও পরিবার বর্গ
New York, U.S.A.

মোস্তাক আহাম্মদ চৌধুরী ও পরিবার বর্গ
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

জুলফিকার আহমদ চৌধুরী মিঠু
Scotland, UK.

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ ফারুক
Barlin, Germany.

মুজিবুর রহমান চৌধুরী ও পরিবার বর্গ
রিয়াদ, সৌদি আরব।

বেগম রুহুল আমিন চৌধুরী ও সন্তানাদি
Chicago, U. S. A.

বেগম হেলালউদ্দীন চৌধুরী ও সন্তানাদি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মরহুম ফজলুল হকের পরিবার
খাদিম নগর, সিলেট

খায়রুল ইসলাম চৌধুরী ও পরিবারবর্গ,
খিলগাঁও, গোড়ানবাজার, ঢাকা।

সাইফুল আলম খাঁন ও পরিবার বর্গ
টরেনটো, কানাডা

আব্দুল কাইয়ুম শওকত ও নানু মিয়া
Rome, Italy.

তৌফিক আহমদ চৌধুরী ও পরিবার বর্গ
খামিশ মোশেত, সৌদি আরব।

আবুল কালাম আজাদ ও পরিবার বর্গ
তায়েফ, সৌদি আরব।

বেগম মাসুদুর রহমান ও সন্তানাদি
খিলগাও, ঢাকা।

নাবিল বারী চৌধুরী
ইয়ানবু, সৌদি আরব।

Mrs. ফারেহা কুদ্দুস (লাকী)
কানিজ আমেনা কুদ্দুস (মুন্নী)
ফাহাদ বিন আব্দুল কুদ্দুস (মুন্না)
দরগাহ মহল্লা, সিলেট

বৃহত্তর সিলেটবাসী ঃ আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে যাদের অবস্থান

- আব্দুল কুদ্দুস মোহাম্মদ হাফিজ

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা।

মরমী কবি হাসন রাজা ও লালন শাহের সুরে ঝংকৃত আবহমান বাংলার উত্তর পুর্বে অবস্থিত এক দিকে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড় অপর দিকে হাইল হাওর, শনির হাওর, দেখার হাওর ও হাখালুকী বাওরে পরিবেষ্টিত সিলেটভুমি। কাউয়া দীঘি, ছয়ছিরির দীঘি ও কমলা রানীর দীঘি অধ্যুষিত সুরমা-কুশিয়ারা, মনু-ধলাই, ও খোয়াই-সুনাই বিঁধৌত। শহীদ সুলেমান, এখলাস, কাজল পাল ও স্বপন চৌধুরীর রক্তে রঞ্জিত। ভাষাসৈনিক পীর হাবিবুর রহমানের পরশে ধন্য, বাউল দুরবীন শাহের দু-তারায়, গীতিকার দেলোয়ারের সুরে, শিল্পী আরতী ধরের কণ্ঠে, কবি লায়লা রাগীবের কাব্যে সর্বোপরী সাহিত্য ভূষণ, (আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যার নিকট আমার হাতেখড়ি হয়েছিল) চৌধুরী গোলাম আকবরের সাহিত্যে উদ্ভাসিত জনপদটির নাম সিলেট। হযরত শাহ-জালাল (র:) এর নামানুসারে ও তাহার সাথী ৩৬০ আউলিয়ার এবং শ্রী চৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত প্রকৃতির লীলা নিকেতন এ পুন্যভূমি "জালালাবাদ" নামেও পরিচিত। আর এই বৃহত্তর সিলেটের জেদ্দাস্থ প্রবাসীদের সংগঠন "বৃহত্তর সিলেট সমিতি" (B.S.S).

বৃহত্তর সিলেট সমিতি বলতে যদিও চির সবুজ বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে বুঝায় তথাপি ইহা কোন আঞ্চলিকতাবাদী সংগঠন নয়। জেদ্দাস্থ আরও কটা বাঙালী প্রবাসী সংগঠন, যেমন চট্টগ্রাম সমিতি ও বরিশাল সমিতির মত এটাও একটা জনকল্যাণমুলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এক্ষেত্রে আমরা অন্য কোন সমিতির প্রতিদ্বন্ধী নই বরং তাদের সহযোগী হয়ে জেদ্দার প্রবাসী বাঙালীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নমুলক কাজ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এখানে আঞ্চলিকতার কথা কেন আসছে এ ব্যাপারে হয়তোবা কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। আমরা যে আঞ্চলিকতাবাদী নই এ প্রসংঙ্গে আমার বিগত ছুটির ক'টি ঘটনার মাধ্যমে তা উল্লেখ করছি। গত ছুটিতে আমি সপরিবারে কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি ভ্রমনে গিয়েছিলাম। কক্সবাজারের হাজার বছরের পুরাকীর্তি (বৌদ্ধ বিহার) পর্যটন কেন্দ্রের সামনে আমাদেরকে দেখে কতিপয় এলাকাবাসী সিলেটি বলে আলোচনা করছিল। আমি উপযাচক হয়ে তাদের সাথে আলাপে জড়িত হলাম। আমরা সিলেট থেকে কক্সবাজারের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী ও পর্যটন কেন্দ্র অবলোকন করতে এসেছি এ ব্যাপারে কি কি দর্শনীয় জায়গা আছে তাদের থেকে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তারা উৎফুল্ল মনে আমাদেরকে বৌদ্ধ বিহার কেন্দ্রটি ঘুরে ঘুরে দেখালো। তৎসঙ্গে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ সহ অন্যান্য দর্শনীয় স্থান পর্যবেক্ষনের পরামর্শ দিল। আমার সহধর্মিনী তাদেরকেও হযরত শাহাজালাল (র:) ও শাহপরাণ(র:) এর মাজার জিয়ারতসহ সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রাণী মাধবকুন্ড ও মনমাতানো জাফলং এর দৃশ্যাবলী, শ্রীমঙ্গলের চা ও আনারস বাগান এবং ভানুগাছের মনিপুরি ও খাসিয়া উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রগুলি

পরিদর্শনের আমন্ত্রন জানালে তারা আন্তরিক ভাবে তা গ্রহণ করেন।

অপর ঘটনা, ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসার পর আমার ভিনদেশী রুমমেট বললেন-হজ্বের ছুটিতে তিনি মদীনা শরীফে যে বাসায় উঠেছিলেন, সেখানে অন্যান্যদের সাথে এক বাঙালীও থাকতেন। আলাপ ক্রমে তিনি বলেছিলেন আমার সাথেও এক বাংলাদেশী (অর্থাৎ আমার কথা) থাকেন। ভদ্রলোক তখন আমি বাংলাদেশের কোথাকার তা জানতে চেয়েছিলেন। সিলেটের বলার সাথে সাথে তিনি নাকি বললেন উনারাতো বিলাতী। তারপর যে কদ্দিন তিনি মদীনায় ছিলেন আমার সম্মদ্ধে বেশকিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রুমমেট এর কারণ বুঝতে পারেননি বলে আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম বিলাতসহ সারা বিশ্বে যত বাংলাদেশী আছেন তার মধ্যে অধিকাংশই সিলেটের অধিবাসী। সে কারণে অন্যান্য জেলার বাসিন্দারা সিলেটকে বিলাত বলে থাকেন। যুগ যুগ ধরে সিলেটবাসীরা বিশেষ করে লন্ডনে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্মানীয় পেশায় সুপ্রতিষ্টিত। এদিকে সিলেটের প্রত্যন্ত এলাকার প্রবাসীদের বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনার দায়িত্ব অন্য জেলা থেকে আগতরা নিয়েছেন। এযেন একই মাতা পিতার এক সন্তান বাহির থেকে উপার্জন করে অর্থ পাঠান অন্য সন্তান তাহা কাজে প্রয়োগ করেন। তেমনি সিলেটিরা বাহির থেকে বৈদেশিক মূদ্রা পাঠান আর দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য জেলাবাসীরা তা বাস্তবায়ন করেন। এভাবে আমরা বাংলাদেশীরা আমাদের যৌথ সমাজ গড়ে তুলেছি। এখানে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও আঞ্চলিকতার কোন সংঘাত নেই বলে রুমমেটকে বুঝালাম।

বৃহত্তর সিলেট সমিতির জন্মলগ্ন থেকে অনেকেই প্রবাসে এ ধরণের সংগঠন নিছক আঞ্চলিকতাবাদের পরিচয় বলে মন্ত ব্যক্ত করেন। উক্ত ঘটনা দু'টির বরাত দিয়ে এ প্রবন্ধে অন্যান্য দিক উল্লেখ করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে এক কোটি শরনার্থী প্রতিবেশী ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় দিন যাপন করেছিল। তখন বিলাতের পথে পথে সাহায্য সংগ্রহ করে যে ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিলেন তারা কারা ছিলেন ? লাখো বাঙ্গালী ভারতে গিয়ে অস্ত্র চালানো শিখে শত্রুর মোকাবেলার জন্য যখন অপেক্ষা করছিল তখন শুধু বিলাত থেকে নয় সারা ইউরোপ-আমেরিকার দ্বারে দ্বারে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে যে অস্ত্র ও গোলা-বারুদের রসদ সম্ভার পাঠিয়েছিলেন তারা কারা ছিলেন ? মরহুম রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর "প্রবাসের মুক্তি যুদ্ধের দিনগুলি" পুস্তক খানি পাঠ করলে জওয়াব পেয়ে যাবেন।

সেই ত্রাণ ও রসদ সমগ্রী কি শুধু সিলেটিদের জন্য এসেছিল ? মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস যে বীর সেনানী জেনারেল আতাউল গনি উসমানী, জেনারেল আব্দুর রব ও জেনারেল চিত্তরঞ্জন দত্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। রনাঙ্গনে যখন এ বীর সেনানীরা বীরত্বের সাথে লড়ছিলেন তখন সিলেটের রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদগণও দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ছিলেন। প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গমন করে সেই দেশের সরকার ও জনগণকে রক্তাক্ত বাংলার প্রকৃত অবস্থা অবগত করেছিলেন। তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাতিসঙ্গের সাধারণ পরিষদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের পর্যবেক্ষক দলের অন্যতম সদস্য হয়েও যোগদান করেছিলেন।

নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান দূতাবাসের অন্যতম দূত জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী দূতাবাসের সকল বাঙ্গালী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে আগ্রাসনী পাকিস্তানের

সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে, তৎক্ষণাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে কুটনৈতিক কার্যাবলী শুরু করেছিলেন। এভাবে রণাঙ্গনে ও কুটনৈতিক অঙ্গনে সিলেটিরা বীর বিক্রমে যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা কেবল সিলেটের জন্য না "টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথারিয়া" পর্যন্ত বাংলার প্রতি ইঞ্চি মাটিকে শত্রু মুক্ত করতে লড়াই করেছিলেন ? স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সিলেটের আরেক কূটনীতিবিদ জনাব এম আতিকুল হক ইরাকের "চার্জ দ্যা এফেয়ার্স" হয়ে আসার সময় "বঙ্গবন্ধু" নাকি তাহাকে ডেকে বলেছিলেন "মনে রাখবেন, মিশন যাচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে আর আপনি যাচ্ছেন আমার পক্ষ থেকে" যে কারণে জনাব এম আতিকুল হক তখনকার সময় দু'বার সৌদিআরবে এসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

যার ফলে মহামান্য সৌদি রাজকীয় সরকারের স্বীকৃতি দানের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রদুত হয়ে জেদ্দাতে যিনি দুতাবাস খুলেছিলেন, তিনি ছিলেন সিলেটের সফল কূটনীতিবিদ মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধূরী। যার কর্মতৎপরতার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে আজকের জেদ্দার বাংলাদেশ দুতাবাস স্কুল ও কলেজ। এই বিদ্যাপীঠ থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী বর্তমানে দেশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও জাতির নাম প্রসারিত করছে। জনাব চৌধুরী শুধু তাতেই ক্ষান্ত হননি। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনও অলংকৃত করে ইতিহাসে বাঙালীর নাম চিরস্মরনীয় করে রেখেছেন।

সিলেটের কুটনীতিবিদ জনাব আব্দুল মোমিন চৌধুরী যার কর্মের কৃতিত্ব হিসাবে সৌদিআরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত হয়ে দু'বার আসার সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জেদ্দা ও রিয়াদে (English section) স্কুল চালু হয়েছে।

এবার ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। ভারত বিভাগের সময় কংগ্রেস প্রস্তাব করেছিল সিলেট ভারতের সাথে থাকলে আলাদা রাজ্য করা হবে। তথাপি সিলেটবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগদান করেছিলেন। পাক- সরকারও নাকি আশ্বাস দিয়েছিল যদিও সিলেট পুর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা হিসাবে যোগদান করেছে । তবুও ইহাকে কেন্দ্রীয় শাসিত জেলার মর্যাদা দেওয়া হবে।

দেশ বিভাগের সময় এবং সর্বোপরি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সিলেটের এত বড় অবদান থাকা সত্ত্বেও সিলেটবাসীরা বিনিময়ে কি পেয়েছে ? ছুটিকালীন আরো দুটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছিনা। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে বিকল্প টেক্সি নিয়ে সিলেট যাচ্ছিলাম। সারাটা পথ টেক্সিচালক সিলেটের রাস্তা নিয়ে তাচ্ছিল্য করছিল। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম, ঢাকা-সিলেট ও চট্টগ্রাম-সিলেট রুটে প্রতিদিন কতটা গাড়ী চলে আর অবশিষ্ট বাংলাদেশে কতটা গাড়ী চলাচল করে তার হিসাব রাখ কি ? এমতাবস্থায় অন্যান্য এলাকার চেয়ে ভাল রাস্তার আশা কর কি করে ?

বৃহত্তর সিলেট সমিতির অন্যতম সদস্য জনাব লয়লু মিয়া ও আমি সপরিবারে উদয়ন রেলগাড়ীতে করে চট্রগ্রাম যাওয়ার পথে, কুলাউড়া জংশনের সিগন্যাল অতিক্রম করার পুর্ব মুহুর্তে আমাদের পরবর্তী বগিটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে ও সকলের দোয়ায় সে যাত্রা বেঁচে যাই। সিলেটিরা আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী হলে জিয়া - এরশাদ, খালেদা-হাসিনা পুনরায় খালেদার মন্ত্রী পরিষদে, সিলেটের প্রতিনিধি এম, সাইফুর রহমান, আব্দুল মুহিত আবদুল মাল, এ,এস,এম কিবরিয়া এবং পুনরায়

এম সাইফুর রহমান অর্থ মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে সারা বিশ্ব থেকে অর্থ সাহায্য-ঋন এনে পুরা বাংলাদেশে ব্যয় না করে এর সিংহভাগ সিলেটেই ব্যয় করতেন। তাতে বৃটিশের তৈরী সিলেট-আখাউড়া রেলপথটি প্রথমেই মেরামত হত। সিলেট-ছাতক, কুলাউড়া-শাহবাজপুর, সায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ ও সায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা শাখা লাইনগুলিও দেশের অন্যান্য লাইনের চেয়ে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থায় পরিণত হত । সিলেটের কমলগঞ্জে ধলাই ও কুলাউড়ায় মনু নদীর উপর যুদ্ধবিধস্ত (জরুরীভাবে তৈরী) সেতুর উপর দিয়ে মানুষ আজও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতনা। সিলেটের সকল যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি না হয়ে বরং উত্তরোত্তর উন্নতিই হত।

সিলেটিরা যে উদার ও সহনশীল তার প্রমাণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়। পাকিস্তান আন্দোলনে সিলেটের জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী যিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নার ডান হাত বলে পরিচিত ছিলেন। আয়ুব খানের মন্ত্রী সভার তথ্য ও বেতার মন্ত্রী আলতাফ হোসেন সাহেবের একবার সিলেট সফরে আয়োজিত জনসভায় বাংলা জানেন কিনা প্রশ্ন করা হলে, তিনি নাকি সেদিনকার জনসভায় নাগরী (সিলেটি) ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি সিলেট বিভাগের অধিবাসী ছিলেন। এর অতিরিক্ত সিলেটের জন্য তিনি কিছু করেছেন বলে পাওয়া যায় না। তার পরবর্তী দেওয়ান আব্দুর রব, দেওয়ান আব্দুল বাসিত ও আজমল আলী সিলেটের জন্য বিশেষ কিছু না করে সারা দেশের জন্যই করেছেন। মহান ভাষা আন্দোলনের ভাষা সৈনিক অধ্যাপক শাহেদ আলী ও পীর হাবিবুর রহমান যে ত্যাগ ও তিতীক্ষা স্বীকার করেছিলেন তা নাগরী ভাষার জন্য নয় বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। "দু'টি পাতা একটি কুড়ির দেশ" সিলেট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা কালীন সময়ে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে Pakistan Tea Research Station (PTRS) বর্তমান Bangladesh Tea Research Institute (BTRI) স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সিলেটেই চা বোর্ড স্থাপিত হওয়ার আশ্বাস থাকা সত্বেও তাহা সিলেটে হয়নি। বৃটিশ ভারতের তৈরী ছাতক সিমেন্ট Factory ও পাকিস্তান আমলে স্থাপিত ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা দিন দিন লোকসানমুখি না হয়ে লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হত।

সিলেটিরা আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী হলে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর, বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ উপার্জনকারী, মুক্তি যুদ্ধের অগ্রভাগে থাকা বৃহত্তর সিলেটকে সংগ্রাম করে বিভাগ আদায় করতে হত না। বরিশালের মত জেলাকে বিভাগ ঘোষণার আগেই এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ত্ব শাসন দেওয়ার পুর্বেই বৃহত্তর সিলেটকে বিভাগে পরিণত করা হত।

অতএব গূঢ় বাস্তবতাকে লক্ষ্য রেখে বলতে হয়, এ বিদেশ বিভূঁইয়ে আমার পরিচয় প্রথমে আমি বাংলাদেশী পরে ঢাকাইয়া, চট্টগ্রামী, বরিশালী, সিলেটি ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে শুধু সিলেটবাসী নয়, যে কোন বাংলাদেশীর ডাকে ইতিপুর্বে অনেকবার এ সংগঠন সাড়া দিয়েছে এবং যেকোন বাংলাদেশীরা দুঃসময়ে এ সংগঠন থেকে সহায়তা পাওয়ার আশা রাখে। বৃহত্তর সিলেট সমিতি আপাতদৃষ্টিতে আঞ্চলিক সংগঠন মনে হলেও এর কল্যাণের দ্বার সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য উন্মুক্ত।

****

“সভাপতির বাণী”

সময় থেমে থাকেনা,

সেই চিরাচরিত নিয়মেই ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’-করে এইতো সেদিনকার ‘বৃহত্তর সিলেট সমিতি’ আজ জেদ্দা প্রবাসে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পন করতে চলেছে। যাদের মেধা, পরামর্শ ও নিরলস প্রচেষ্টায় এই সমিতি সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। কেউ দেশে ফিরে গেছেন আবার কেউ চলে গেছেন অন্য দেশে, তাদের সবার জন্য আমাদের শুভেচ্ছা ও দোয়া রইল এবং যারা চিরদিনের জন্য এই দুনিয়া ছেড়ে জান্নাতবাসী হয়ে গেছেন, আমরা তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

এতদিন একটি আহ্বায়ক কমিটির দ্বারা আমাদের সমিতিটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। গতিশীলতার তাগিদে গত ১৪ই জুন ২০০২ সনে একটি পুর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ এই সমিতির নতুন দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। যদিও সভাপতির গুরু দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে সফলতা নির্ভর করবে প্রবীন-নবীন নির্বিশেষে সবাইর আন্তরিক সহযোগিতায়। আসুন সবাই একযোগে প্রবাসে আমাদের এই অরাজনৈতিক সংগঠনটিকে একটি জনকল্যাণমূলক সমিতি হিসাবে উজ্জ্বল করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। ইনশাল্লাহ্ আমাদের সার্বিক আন্তরিক প্রয়াস বৃহত্তর সিলেট সমিতিকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই সুযোগে আমি এই সমিতির সাময়িকী “শীতলপার্টি” প্রকাশনায় যাদের অবদান রয়েছে তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে এই আশা ব্যক্ত করছি যে আগামীতে শীতলপাটি নিয়মিত প্রকাশ করার জন্য তাঁরা যথার্থ প্রয়াস চালাবেন।

আল্লাহ হাফেজ।
তারিখ : -

সভাপতি,

খায়রুল আলা চৌধুরী
বৃহত্তর সিলেট সমিতি, জেদ্দা

আকাশের নীলিমায়

হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে দুর আকাশের নীলিমায়,
যেথায় নীলের নেই কোন শেষ, সেথায় সে অক্ষয়।
সাদা মেঘের রথে চড়ে নীল রেখার পথ ঘেঁষে
যাই যেন সেই স্বপ্নে দেখা রূপকথারই দেশে।
যেথায় আছে নীলপরী আর নীলাম্বরীর নগর
সেথায় নীল সমুদ্দুরে সাদা ঢেউয়ের লহর।
মৃদু আলোর ঝলকানিতে সে দেশ চির উজ্জল,
নীল পরীদের গানে গানে সে মন যেন চঞ্চল।
সবুজ গাছের সবুজ পাতায় হলুদ ফুলের বাহার
সবুজ মনের আঙ্গিনাতে নীল স্বপনের সমাহার।
রাতের বেলা আকাশ জুড়ে শুভ্র তারার মেলা,
যেন বিশাল আলতো কপালে লাল টিপের খেলা।
মনের সুখে ঘুরছিলাম সেই স্বপ্নমাখা দেশে
আকাশ-বাতাস, ফুল-পরী আর মেঘকে ভালবেসে।
হঠাৎ করে হারিয়ে গেল যা ছিল সব কাছে,
মাথার পাশে টেবিল ঘড়ি প্রবল জোরে বাজে।
কোথায় সে দেশটি, হায় কোথায় সে নীলিমা,
'উঠ এবার, যাবে ক্লাসে ডাকছেন আমার মা।

লেখিকা :
কানিজ আমেনা কুদ্দুস
২/১ সিমিষ্টার, রসায়ন বিভাগ
শাহাজালাল প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিড়ম্বনা

আতিকুল হোসেন

বিড়ম্বনা ছাড়া শান্তি তুমি পাবে না খোজে
আশ্বিন কার্তিক এলে হাসনা হেনা ফোটে ।
বৈশাখ জৈষ্ঠ এলে আম কাঠাঁলে ভরে,
বর্ষার ঢলে কৃষক মাথায় হাত দিয়ে বসে।
তবুও ষড় ঋতুর দেশ কত সুন্দর লাগে
শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্তে রবিশষ্য ফলে,
তাতেই কৃষক মনের আনন্দে উল্লাস করে।
এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও খোঁজে পাবে ?
যেমন খরা তেমন বৃষ্টি, মাঠ ভরা আমন বুরো।
দুপুরে মোরা নদীর জলে সাঁতার কাটি
বৈকাল বেলা গ্রামের মাঠে হাডুডু খেলি।
পানি থেকে বিদ্যুৎ মোরা তৈয়ার করি
প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর
তবুও কেন বিড়ম্বনা আমার এ দেশে।

আর্তনাদ

সেলিম শরিফ

রুদ্ধদার বৈঠক বসে ছবি কেন দেখাও
মর্মাহত মুখের বাণী কেন তোমরা শুনাও ?
হৃদয় জোরে হয় সমাধান, মুখের কথায় নয়,
এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কি বলিতে চাও
হিংসার আগুন বুকে রেখে কারে কি বুঝাও ?
আর্তনাদের চেহারা একবার এসে দেখে যাও
আতশ বাজি ছোড়ার মধ্যে কি আনন্দ পাও
সুবিচার কাকে বলে এবার পরিচয় দাও
হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, স্রষ্টা এক মহান
সবার রক্ত লাল রঙের সেইটা বুঝে নাও।
গোলাকার পৃথিবীটা একবার দেখে যাও
যাকে তাকে বিপথগামী কেন মনে করো
বিপথগামী থাকে একজন, দশজনতো নয়
বুদ্ধিমত্তার দাও পরিচয়, এতে সফলতা হয়।
জীর্ণ গায়ে আর কত রক্ত ঝরাতে চাও
নিজের অঙ্গ কেটে তা অনুভব করে নাও
হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত করতে মানবতা কয়
ডাকো আসর, কর জোট, তাতে সমধান হয়
শান্তির বাণী দাও শুনায়ে ইনসানিয়াত বলে
সেইটা হবে ন্যায়, আধুনিক সমাজে চলে
আর চাই না রক্ত ঝরা, শান্তি মোরা চাই
সকলের তরে সকল মোরা প্রমাণ কর ভাই।

==========

কত মধুর ভাষা মোদের
কত সুন্দর দেশ।
রূপের ছটায় ভরে আছে
আমার বাংলাদেশ।
গ্রামে গঞ্জে বহে নদী
বহে খাল বিল।
টলটলে পানিতে যার
মাছ করে কিল বিল।
মাঠের পরে মাঠ
শান বাধাঁনো ঘাট।
সরিষা, আলু, ধান ছাড়াও
আছে সোনার পাট।
গ্রামে থাকেন শত লোক
সহজ, সরল মন।
শহরে আসতে চায়না তারা
থাকতে তাদের জীবন।
সারা বছর খেটে যারা
নবান্নতে হয় আত্মহারা,
তারাই আমার দেশের প্রান
কামার-কুমার কৃষক যারা।

রেবেকা সুলতানা রুমকি
2nd year M.B.B.S
Medical College For Women & Hospital
Uttara, Dhaka.

বিশ্বকাপের লড়াই

বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ
কে নিবে গো, কে ?
হার জিতের লড়াই
জীবন বাজী রেখে।
আমি বলি আর্জেন্টিনা,
আপু বলে ব্রাজিল।
হারল এবার বিশ্বকাপে
আমার প্রিয়দল।
তাইতো আমার মনে ব্যথা,
আপুর সাথে বলিনা কথা।
আর্জেন্টিনা নয়, ব্রাজিল নয়
এশিয়ার হউক জয়।
ধন্য হব আমরা সবাই
ক্ষয় নাই যার ক্ষয় ।
বিশ্বকাপে খেলতে আসে
এবারে বত্রিশটা দেশ
বিশ্বকাপে বিজয়ী হউক
এশিয়া মহাদেশ।

বুশরা মুকিত
P-6 (Standard-VI)
Willes Little Flower School
Dhaka.

ভেজাল

মছরুর আবু জাফর

ভেজার ভেজাল, হাজারো ভেজাল,
ভেজাল ঔষধ বাজারে।
তেলে ভেজাল, দুধে ভেজাল,
ভেজাল জেলের সাজারে।
মেষ্টি ভেজাল, ঘি ও ভেজাল,
ভেজাল এখন আহারে।
পোষাক ভেজাল, প্রসাধনী ভেজাল,
ভেজাল কথার বাহারে।
ভেজাল ভেজাল, হাজারো ভেজাল,
নেই ভেজালের শেষটা
সব ভেজালের চাই আবসান,
খাঁটি,সোনার দেশটা।

ভালবাসি

আব্দুর রহমান (নাফিজ)

ভালবাসি ফুল পাখি
ভালবাসি গান,
ভালবাসি হাসি মুখ
বাটা ভরা পান।
ভালবাসি আমাদের
সবুজ সোনার গাঁও,
আকাশের রক্তিম সূর্যটা
ভালবাসি তাও।
ভালবাসি নদী আর
ভালবাসি খাল,
ভালবাসি অ-আ-ক-খ
মাকে চিরকাল।

গরম

তালাল মো: গউছ

গরম গরম, ভীষন গরম,
গরম সারা দেশটায়।
হা হতাশায় মরছে মানুষ,
কি জানি হয় শেষটায়।
গরম আসায় ঘুম আসেনা,
তবু ঘুমাতে হয়।
বাংলাদেশের সবুজ শোভায়
বাঁচতে মনটা চায়।

ফুল

মুনিরা আবু জাফর

সবুজ বরন টিয়ে,
করতে যাবে বিয়ে।
কনেটি তার ঠোঁট রাঙ্গালো,
লাল দোপাটি দিয়ে।
লাল দোপটি, লাল দোপটি,
দাও সাজিয়ে এই খোঁপাটি।
হলুদ ফুলের মালা,
সাজাও বিয়ের ডালা।
বিয়ের ডালা, বিয়ের ফুল
সবচে, ভাল শাপলা ফুল।

মা জননী

হাবিবা হানান (তুলি)

মায়ের মুখের মধুর কথা,
সবার ভাল লাগে।
মায়ের চোখে অশ্রুধারা
মনটা আকুল করে।
মা হলেন, স্বাধীনতার প্রতীক,
এই আমাদের মাঝে।
মায়ের মাঝে মাতৃভূমির,
আস্তিত্ব খুঁজে পাই।
মায়ের ভাষায় মনটা জুড়ায়,
বাঁধে বুকটা নতুন আশায়।
মা আমার জীবন-মরণ,
বুকের গভীর ভালবাসায়।
মা যে হলেন সোনার খনি,
মুক্তো হীরে পান্না ।
মাকে ছাড়া সবই ফাঁকা
উৎলে উঠে কান্না।

সিলেটের মাটি ও মানুষ

ইসতিয়াক মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন

৩৬০ আউলিয়ার পূন্যভূমি
সেথায় আমি বাস করি,
গর্ব করে বলতে পরি
সিলেট আমার জন্মভূমি।

গ্যাস, তেল, চা-পাতায় ভরা
সিলেটের মাটির নাই তূলনা,
সহজ সরল সিলেটবাসীরা
বড়াই তবু করেনা।

সিলেটিরা জড়ো হলে
সকল ভাষা যায় ভুলে,
আপন ভাষায় কথা বলে
শুনতে বড় মধুর লাগে।

সাতকরা আর আদা জামির
ফসলটি হয় সিলেট ভূমির,
মাংস-মাছে দিলে পরে
খেতে ভারী মজা লাগে।
--------- ----------

শপথ

আমরা কিশোর আমরা নবীন
আমরা বাংলার তরুণ দল।
শির পরে আছে বাবার মনবল।
শান্তির প্রতীক মায়ের দোয়া
তাতে শিশুর আনন্দের ঢল,
আমরা বাংলার যুব-কর্মী দল
জয় করব বিশ্ব ক্রিকেট, ফুটবল।
কোথায় সিলেটের কিশোর দল।
বাংলা মায়ের হাল ধরো
শান্তির নীড় করব রচনা
এই মোদের হৃদয়ের বাসনা।
আমরা হব ঐক্যের প্রতীক
ধ্বংস করব সন্ত্রাসীর বাহুবল।
করব শ্রম ক্ষেত খামার কলকারখানায়,
দেখে অবাক হবে সারা বিশ্ববাসী।
গড়ব মোরা সাম্যের বাংলাদেশ
এই হউক মোদের আজকের শপথ।

ফাহাদ বীন আব্দুল কুদ্দুস
Blue Bird Colleget School
Sylhet

বঙ্গবীর আতাউল গনি ওসমানি

- ইফতেখার মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন

আমি যে বীরের জীবন সম্পর্কে লিখতে যাচ্ছি, তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তি। তাঁর জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। কিন্তু এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত, তাছাড়া আমার লেখার অভিজ্ঞতাও নেই। তাই আমি তাঁর জীবনের সামান্য কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

বঙ্গবীর আতাউল গনি ওসমানি ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও সর্বাধিনায়ক, বাঙ্গালী জাতির গর্ব, সিলেটের কৃতিসন্তান। তিনি ১৯১৮ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি বালাগঞ্জ উপজেলার দয়ামীর গ্রামে । তাঁর পিতা খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ওসমানি ও মাতা বেগম জোবেদা খাতুন। তিনি ছিলেন ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ নিজামউদ্দিন ওসমানির বংশধর।

জনাব আতাউল গনি ওসমানির শিক্ষা জীবন শুরু হয় গৌহাটির কটন স্কুল থেকে। পরে তিনি চলে আসেন সিলেট সরকারী বিদ্যালয়ে। এই স্কুল থেকে ১৯৩৪ সনে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এই পরীক্ষায় ইংরেজীতে রেকর্ড মার্কস পেয়ে পুরষ্কার লাভ করেন। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য আলিগড় চলে যান। ১৯৩৮ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করেন এবং এম, এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ফাইন্যাল পরীক্ষার পূর্বেই আলিগড় ত্যাগ করে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকলীন সময়ে তিনি দেরাদুন মিলিটারী একাডেমীতে যোগ দেন। তাঁর মেধা, অসীম সাহসিকতা আর কর্মদক্ষতা তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি পদোন্নতি লাভে সক্ষম করে। যার ফলে ১৯৮০ সালে কিংস্ কমিশন, ১৯৪১ সালে ক্যান্টন ও ১৯৪২ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মেজর পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরে জনাব ওসমানি ১৯৪৬ সালে ইন্ডিয়ান সার্ভিস কমিশন (I. S. C) পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করেন নাই।

ফলে ১৯৪৭ সালে লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হন। পরে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে সুনাম অর্জন করেন এবং ১৯৫৬ সালে কর্ণেল পদে উন্নীত হন। অবশেষে ১৯৬৭ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করেন। পরিশেষে বাঙ্গালী জাতির স্বাধিকার আন্দোলন রূপ নিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার আর নির্যাতন শুরু করল। জাতির এ দুর্দিনে জেনারেল ওসমানি এগিয়ে এলেন, গড়ে তুললেন প্রতিরোধ, গঠন করলেন মুক্তিবাহিনী। জেনারেল ওসমানি - মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে শুরু করলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ট্রেনিং ছিল না এবং তাদের অস্ত্রও ছিলনা। এমতাবস্তায় এই মহান বীর এক কঠিন অবস্হার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু

নিজের দক্ষতা, সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে চালিয়ে গেলেন মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করলেন। স্বাধীন হল বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ বেশী দিন তাঁর ভাগ্যে জুটলা না। পরবতীকালে তাঁকে বিভিন্ন প্রতিকুল-অবস্হার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তিনি বয়সের ভারে ক্রমান্নয়ে রোগ কষ্টে ভুগতে থাকেন এবং দূর্বল হয়ে পড়লেন। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারিতে সুদুর লন্ডনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছামত হয়রত শাহজালালের দরগায় তাঁর মায়ের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

আজ আমরা স্বাধীন। আমরা গর্বিত জাতি। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন জাতি হিসাবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পেরেছি। আমাদের এ স্বাধীনতা পাওয়ার পেছনে মহহুম জনাব ওসমানির বিরাট অবদান রয়েছে । তিনি দেশ ও জাতিকে অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু কোনদিন ক্ষমতা ও সম্পদের লোভী ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ, সৎ ও নীতিবাদী নেতা ছিলেন। যখনই কোন অন্যায় অবিচার দেখেছেন তখনই রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সর্বদা দেশও জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন। তাই তো সিলেটের এই বীর সেনানীটি আজ সমস্ত জাতির কাছে শ্রদ্ধাশীল হয়ে আছেন। বাংলার ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন থাকবে। তিনি অমর হয়ে থাকবেন আমাদের হৃদয়পটে।

বড় অসহায়

-আলমাস

বৌ, আর কত সময় এমনি রোদের তাপে বইসা থাকবি ? আজিজা ভানু মায়া ভরা কণ্ঠে ছেলে বৌকে তাড়া পিটেন, আজিজা ভানুর চার ছেলের মধ্যে তিন জন দেশের বাইরে থাকে। আহাদ তার স্ত্রী ও তিন বছরের ছেলে ফরহাদকে নিয়ে মায়ের কাছে দেশে আছে। সেও একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বড় ধরণের আমলার চাকরি করে, শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী। তাই শহরে বাসা না নিয়ে সাজানো গোছানো নিজের বাড়ীতে থাকে। ছেলে বৌকে আহাদের মা খুব ভালবাসেন। মেয়েদের দু'জনই স্বামী সংসার নিয়ে ইউরোপে। ছেলের বৌকে আহাদের মা মেয়ের মতই আদর করেন। অতি সাদামাটা আমার এই কাহিনী। যা অনেকের সাথে হয়ত মিলে যাবে।

রুহেনার বিয়ে হওয়া এ বাড়ীতে একটি অসাধারন ঘটনা। কিন্তু এখন এটা তেমন আলোচ্য বিষয় নয়। সে অনেক বড় লোকের মেয়ে। রাজধানী ঢাকা, বলতে গেলে রিক্সার নগরী তবে রুহেনার বাসার কাজের লোকও রিক্সা চড়েনা। শুনতে আজগুবি লাগবে আসলে এটাই সত্য।

রুহেনা তখন ভার্সিটিতে সবে মাত্র ক্লাস শুরু করেছে। তার মধ্যে কোন-উড়নচন্ডি ভাব নেই। ভদ্র ধীরস্থির মতির মেয়ে সে শুরু থেকেই। আহাদের পরিবারেরও গর্ব যে সে ভার্সিটিতে পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশনে পড়তে পারছে। তাতে অবশ্য নাচানাচি করার কিছু নাই। দেশের পয়ত্রিশ চল্লিশ ভাগ মানুষ যে স্তরে আহাদও সেই স্তরের একজন। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। কিন্তু পড়ালেখায় 'এ' গ্রেডের ছাত্র।

ছোট্ট একটা ঘটনা সকলকে থ-বানিয়ে দিল। সেদিন ছিল বৃষ্টিভেজা ভুখন্ড। খুব জোরেও না, আবার বন্ধও হচ্ছিল না বৃষ্টি। পথচারিদের জন্য দারুন যন্ত্রণার কারণ ছিল তবে অলস দুপুরে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া কপোত কপোতীর জন্য ছিল কবিতার মত ছন্দময়। আহাদ তার নিত্যসঙ্গী ছাতাটি মেলে দিয়ে বারান্দা থেকে পা বাড়ালো বড় রাস্তার দিকে। কিছুক্ষন চলার পর দেখতে পেল রাস্তার পার্শ্বেই একটি মেয়ে ভেজা খাসা মাটিতে অর্ধেক পুতে যাওয়া সেন্ডেল সহ পা তুলে আনার অনন্ত প্রচেষ্টায় ভিজে যাচ্ছে। আর বার বার বাঁ হাতের দু'টা আঙ্গুল দিয়ে নাকের উপরের চুলের পানির প্রণালীকে গড়িয়ে পড়তে সাহায্য করছে। রাগে দু:খে মেয়েটি কাঁদছিল কিনা কিছু বুঝা যাচ্ছিল না। আহাদ সোজা মেয়েটির বাম দিকে বসতে গিয়ে তার ছাতাটি মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। সাথে সাথে হেঁচকা টান দিয়ে কাঁদা থেকে সেন্ডেলসহ পাখানি তুলে আনতে গিয়ে মেয়েটি বাম হাত তার ডান কাঁধে ভর করল। মেয়ের হাত হালকা হতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "ছাতাটা কাল কোন এক সময় নিয়ে যাব" যদি আপনার ডির্পাটমেন্টটা বলেন।

"আমি রুহেনা সিকদার। ঐ লাল B.M.W টা আমার জন্য দাড়িয়ে আছে ছাতার আর দরকার নেই, তাছাড়া ভেজা হয়ে গেছে যা চেয়েছিলাম। for pick up me যদিও পায়ে একটু ব্যথা লাগছে কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি তুল তুলে"। রুহেনা জবাব দিল।

কোন কারণ ছাড়াই ছাতাটা আপনার কাছ থেকে কাল নেব। ফরহাদ একটু দৃঢ় স্বরে বলল, সে আরো একটু হাসি হাসি চেহারায় বলল, ভেজা সালোয়ার কামিজের সাথে গাড়িতে চড়ে ছাতাটা নাহয় একটু ঘুরে আসুক। বড়লোকের বাড়ীর বারান্দা অন্তত দেখে আসবে। কথা শেষ করেই ফরহাদ রিক্সার জন্য হাঁটা ধরল।

- কাল বেলা দু'টোয় আমি লাইব্রেরীর নোটিশ বোর্ডের সামনেই থাকব। আসবেন, ছাতাটা নিয়ে যাবেন কিন্তু। আহাদ রুহেনার কথা, বিশেষ করে

তার অপেক্ষা করার ঠিকানাটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তবে পিছন ফিরে তাকাল না। ফরহাদ ভাবছিল, রুহেনা তার বিভাগ বলে নি কেন ?

রুহেনার দেয়া সময়মত লাইব্রেরীর সামনে সে গিয়েছিল, মেলেনি মেয়েটিকে। কয়েকদিন পরে রুহেনার সাথে দেখা হলে সে বলল, এসেছিলেন জানি কিন্তু আমি দেখা করিনি কারণ ছাতাটা এক্ষুণি দিতে চাইনি।

ছাতাটা আমার যে দরকার তবু আপনার দরকার বিধায় নাহয় কিছুদিন অপেক্ষা করব।

খুবই সাধারন ডায়লগ।

তারপর অনেক দিন দেখা হয়েছে। ছাতা প্রসঙ্গ উভয়েই তুলেনি। তবে অনেক জানা-জানি হয়েছে পরস্পরের মধ্যে।

রুহেনার বাবা রশীদ সিকদার সিপিং কোম্পানীর মালিক, তাছাড়া তাঁর রয়েছে পৃথিবীর বড় সব প্রোডাক্টস্ এর এজেন্সি ও হাউজিং কমপ্লেক্স-এর ব্যবসা। টাকার কুমীর। আহাদের মত সাধারণ ঘরের ছেলেরা কাজ করছে তার বাবার প্রতিষ্ঠানে। দেশের চৌহদ্দী ডিঙ্গিয়ে বিদেশের কয়েকটি নামকরা নগরীতেও রয়েছে তার অফিস।

আহাদ সম্পর্কে জানার অবশিষ্ট নেই রুহেনার। জানাজানির জন্য আহাদ কোন রকম বাড়াবাড়ী করেনি।

আহাদ সবে মাত্র নতুন চাকুরীতে যোগ দিয়েছে। হঠাৎ একদিন রুহেনা ছাতাটা নিয়ে তার অফিসে হাজির।

তুমি এখানে .., আশ্চর্য্য... ! আপনি সম্বোধন ছিল শেষ দেখা হওয়া অবধি।

হ্যাঁ, আহাদ, এক্ষুণি আমার সাথে তোমাকে যেতে হবে একজায়গায়। আশা করি না করবেনা।

কোন অস্বাভাবিক ভাব নেই আহাদের মধ্যে, দুটো মিনিট সময় দেবে ? আমার কম্পিউটারটা Shut Down করতে যা সময় লাগে, ব্যাস এতটুকুই...।

হ্যাঁ দিলাম, কিন্তু স্রেপ দুমিনিট - বলল রুহেনা ।

কোন কথা না বলে আহাদ রুহেনার পিছু পিছু চলল সেই লাল B.M.W এর কাছে। ড্রাইভিং সিটে রুহেনা বসে দরজা খুলে আহাদকে পাশের সিটে বসতে আহ্বান জানালো।

মিনিট পাঁচেক গাড়ী চালানোর পর মুখ খুলল রুহেনা, তোমার বাড়ী যাব।

"একটু আস্তে চালাও" আহাদ গাড়ীর গতি কমিয়ে আনতে অনুরোধ করল। ব্যাপারটা খুলে বললে তোমাকে সহযোগিতা করতে আমার সুবিধা হবে, তাই নয় কি ?

আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা তোমার মা'কে জানাব।

তুমি শিক্ষিতা স্বাধীন, যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে। তা আমার মায়ের নিকট কেন ? আহাদ জানতে চায়।

তাহলে শুন, তবে মায়ের সামনে না বলতে পারবে না। আমার বিশ্বাস, আমার প্রতি তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে। একটু থেমে রুহেনা সিকদার বলে চলল আমি বিয়ে করব। এ সিদ্ধান্ত আমার পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছি। তোমার পরিবারেও জানানো প্রয়োজন তাই আসা। তোমাকেই বিয়ে করব এটাই সিদ্ধান্ত এজন্য তোমার মাকে জানাতে হবে।

আহাদ যেন একটা কঠিন ঘোরের মধ্যে আটকে গেল। এক মিনিটে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সমাজে তোমার পরিবারের অবস্থান তুমি ভাল জান, বিখ্যাত পরিবার তোমার। আর আমার সম্পর্কে জানতে তোমার আরো সময়ের দরকার। আমরা খুবই সাধারন মানুষ। তোমার পরিবারের সাথে টেক্কা দিয়ে দ্বন্দ্বে যাওয়া আমাদের চিন্তার বাইরে।

রুহেনা থামিয়ে দিয়ে বলল, দ্বন্দ্ব নয় আমরা কি একে অপরকে পছন্দ করিনা ? আমার বাবা তোমার ভাষায় খ্যাতিমান মানুষ। আমার বড় ভাই এক ফিলিপিনো

মহিলার মমতায় মুগ্ধ হয়ে ঐ মহিলার মেয়েকে বিয়ে করে কে-টাউনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বাবার কাছে আর ফেরত আসেনি। স্নেহময়ী মার কাছে শুধু আসে। মেডিকেল কলেজ বিল্ডিং, ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপকদের ঘাটতি বেতন এসব বাবা বহন করেন। কিন্তু বাবা আমাদের জন্য সময়ের বোঝা বহন করতে পারেন না। মা আমাদের মুরগীর বাচ্চার মত আঁচলের নীচে রেখে বড় করছেন। বাড়ীতে আমার জন্য চারটা রুম, প্রতিটি ঘর অত্যাধুনিক। সব আধুনিক সুবিধাদি সংযুক্ত। অভাব শুধু বাবার উপস্থিতি। এক কি দু'বার এসেছিলেন নিজের প্রয়োজনে। আমি যে সন্ত্রাসী মেয়ে হইনি, সমাজে উচ্ছন্নে যাইনি তা একমাত্র আমার মায়ের জন্য। তোমাকে আজ বলব তোমার ছাতাটা আমি কেন ফেরত দিইনি। তা আমার মায়ের কারণে । সেদিন মা আমার দরজায় দাড়িয়ে ছিলেন। বাইরে বৃষ্টি, গাড়ী বারান্দা থেকে ছেড়ে পুনরায় বারান্দায় ফিরে আসে। রোদ বা বৃষ্টি কোন অবস্থাতেই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবু মা আমার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণেন। আমাকে ভেজা কাকের মত ছাতা হাতে নামতে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে এক টানে আমাকে কাছে নিয়ে রাজ্যের প্রশ্ন। মাকে আশ্বস্থ করে বৃষ্টিতে ভেজা আর তোমার উদ্ধার পর্ব সব ঘটনা খুলে বললাম। তোমাকে ছাতা ফেরত দিতে যাচ্ছিলাম, মা বললেন ছাতাটা আপাতত ফেরত দেবেনা, বলবে তুমিই ছাতাটা রাখতে চাচ্ছ। পরে তোমাকে পরবর্তী নির্দেশ দেব। এর মাস খানেক পর মা আমাকে ডেকে তোমার পারিবারিক অবস্থান তোমার চরিত্র, লেখাপড়া সব অকপটে বলে গেলেন। এর মানে তিনি গোপনে জেনেছেন তুমি কি আমার পিছু নিয়েছ।

একদিন বললেন ছাতা নির্ভরতার প্রতীক। ছেলেটা নির্ভরযোগ্য এবং অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশীও নয়। কর্মক্ষেত্রে নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মন-মানসিকতা রাখে। তোমার এমন একজন পুরুষের দরকার। যে ভালবাসার মূল্যায়ন করবে ভালবাসা দিয়ে। এই ছেলেকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। সাথী হিসাবে সে তোমার জন্য হবে বিশ্বস্ত। তবে আমার এ ধারণা একবারে একশ ভাগ সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু ছেলেটা সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল হবে না এ বিশ্বাস আমার একশ ভাগ। তুমি ভেবে চিন্তে আমাকে জানাবে। তোমার বাবা হয়ত কয়েক মাস পরে একদিন এসে বলবে চলতো, কোন অজ-পাঁড়াগাঁয়ে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছ দেখে আসি। তোমার বাবার উপর নির্ভর করে আমি জীবনে অনেক ঠকেছি। কাউকে বলিনি। তোমাকে আমি এ অবস্থায় দেখতে চাইনা।

রুহেনা আহাদের মাকে সালাম করতেই আহাদ নিজেই বলল - মা রুহেনাকে তোমার ছেলেবৌ হিসাবে কেমন লাগবে ? মা বললেন তোর যদি পছন্দ হয় তাহলে বৌ করে ঘরে তুলার দায়িত্ব আমার। ব্যাস্ - বিয়ে হয়ে গেল।

আসল কথা বলা যে হলনা - পয়সা ওয়ালা উদাসীন বাবার মেয়ে। সুশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত স্বামী, মায়ের মত শ্বাশুড়ী, ছোট ফুট ফুটে ছেলে ফরহাদ। তবু কেন আজ কয়েকদিন ধরে রুহেনা সিকদার উদ্বিগ্ন , কিসের উৎকণ্ঠা ? ছেলেটা কে দেখলে মনে হবেনা অসুস্থ তবুও সে সংঘাতিক রোগাক্রান্ত। এর খরচের হিসাব বাবা আবদাল সিকাদারের সম্পদের বিরাট অংশ নিয়ে টান দিয়েছে। সস্তা জামাই এর ঘরে অসম্ভব দামি নাতি জন্মেছে। সকল খরচ ফারহাদের সুস্থতার জন্য তিনি বহন করবেন। রুহেনা ভাবে বাবাতো বাবাত্বে ফিরে এলেন। ছেলেটি কি তার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে ?

* * * * *

ব্যস্ততার ফাঁকে

- আবু জাফর আহমদ

তারেকের ঘুরে বেড়ানো আর সুন্দর দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করাই নেশা। কোন সময় তার এই নেশায় বাধা পড়লে মেজাজটা বিগড়ে থাকে যতক্ষণ না সে তা পুরা করবে। প্রায়শ:ই প্রকৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তারেকের এ স্বভাব সুমি কখনো বেশ উপভোগ করে, আবার কখনো বা রাগ করে, কাজের ক্ষতি হয় বলে।

আজ দুপুরে তারেক অফিস থেকে এসেই তাড়া দিতে থাকে, এই সব গুছিয়ে তৈরী হয়ে নাওতো। অবাক না হয়ে বইয়ের দিকে দৃষ্টি রেখেই সুমি প্রশ্ন করে, আজ আবার কোন গন্তব্যে ?

তারেকের হাতে যেন সময় নেই, আরে ওঠো, তাড়াতাড়ি কর, তিনটার মধ্যে ট্রেন ধরতে হবে। আগামী তিন দিনের ছুটি পেলাম। ঢাকার এই যান্ত্রিকতায় না থেকে চল ঘুরে আসি, আজ তোমাকে একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাবো। দু'জনে মিলে মেঘের আড়ালের আষাঢ়ী পূর্ণিমার সৌন্দর্য উপভোগ করবো। কমলাপুর ষ্টেশন থেকে জয়ন্তিকা ট্রেন ছাড়ে অপরাহ্ন তিনটায়। তারেক স্বস্থির নি:শ্বাস নিয়ে বলে, যাক শেষপর্যন্ত চলতে শুরু করলাম তাহলে ..।

বাইরে মাঝে মাঝে পিনপিনে বৃষ্টি পড়ছে। সুমি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে থাকে। তারেক হাত থেকে ম্যাগাজিনটা সরিয়ে দিয়ে বলে আরে ধুৎ এই সুন্দর সময়ে এসব না পড়ে বাইরের চমৎকার বিকেলটা উপভোগ কর। চারদিকে বর্ষায় মাঠ ঘাট থৈ থৈ, ভরা জল আর প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা পার হয়ে অন্ধকার নেমে আসে। একসময় তারেক সিটের পিছনে হেলান দিয়ে ছোটখাট নাক ডাকানো শুরু করে। ট্রেনের মধ্যে নাক ডাকার শব্দে সুমির কেমন লজ্জা লাগে। সুমির আলতো ধাক্কায় বুঝতে পেরে হেসে আবার আরাম করে আবারো চোখ বন্ধ করে তারেক।

এই দ্যাখো, দ্যাখো বাইরে রাতের চলন্ত অন্ধকারে জোনাকির আলোকিত রূপ কি ভয়ঙ্কর সুন্দর ! সুমি তারেকের দৃষ্টি অকর্ষণ করে।

ট্রেন যখন সিলেট ষ্টেশনে এসে পৌছে, তখন রাত প্রায় এগারোটা। দু'জনেই বেশ ক্লান্ত। তার উপর চিন্তা হলো এত রাতে হোটেলে রুম পাওয়া যাবেতো ? বাইরে হালকা বৃষ্টি পড়ছে, চারদিক প্রায় ফাঁকা রাস্তা, ট্রাফিক যানজটমুক্ত। দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ। রিক্সায় এ হোটেল, সে হোটেল ঘুরে ঘুরে শুনতে হলো - সরি স্যার, রুম খালি নেই। অবেশেষে রিক্সাওয়ালার সহায়তায় শেষপর্যন্ত একটি সাধারণ হোটেল পাওয়া গেল। তারেক উৎসুখনেত্রে সুমিকে প্রশ্ন করে রাতটা কোনরকম চলবে তো ?

চলবে মানে হাজারবার, মাত্র তো কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। সুমি হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখে। যাই বলো, বাথরুমটা এ্যাটাচড হওয়াতে আমার খুব ভাল লাগছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে রুমবয় খাবার দিয়ে গেছে। তারেককে তাড়া দেয়, চল তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি । আমার ভীষন ঘুম পাচ্ছে।

মশারী থাকা সত্বেও মানুষের রক্তমাংসের গন্ধে মশারা ক্রমশই আকৃষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টি ভেজা রাতে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত চোখে ঘুমের আমেজ থাকলেও মশার গুনগুনানীতে তা পালিয়ে যায়। দু'শো টাকার বিনিময়ে হোটেলে সারাটা রাত কাটিয়ে কাকডাকা ভোরে দু'জন আবার বেরিয়ে পড়ে।

কোন কোলাহল নেই। রাতভর বৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতির শীতল ভেজা সকালের

নি:শব্দ শহরের বড় রাস্তায় পৌরসভার ময়লা পরিষ্কার-কারী বাহিনী ও দু'চারটা রিক্সা চোখে পড়ে। তারেক একটা রিক্সাকে সারাদিনের জন্য ভাড়া করে। সকালের ঝিরঝিরে বাতাস রাতের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দেয়।

সামনের দোকান থেকে কিছু নাস্তা কিনে নিয়ে রিক্সায় চড়ে প্রথমে শাহ-জালালের মাজার জিয়ারত করে "মালিনী ছড়া" চা বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। রিক্সা কেন নিয়েছি তা নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, মাই ডিয়ার। সুমি চিপস চিবুতে চিবুতে উদাসী গলায় প্রকৃতির সুধা উপভোগের পাশাপাশি ছবি তোলার সুযোগটাও মিস করতে চায়নি। রিক্সা চালকটা ছিল বিনয়ী ও ভদ্র। দু'ধারের পাহাড়ের বুক চিরে আঁকা বাঁকা পথ ধরে রিক্সাটা এগিয়ে যাচ্ছিল। তারেক তখন গেয়ে উঠে, "এই পথ যদি শেষ না হয়, তবে কেমন হত" তুমি বলো তো ?

হঠাৎ দু'জনেরই নজরে পড়ে চারদিকে সবুজের সমারোহের মাঝে পাতাঝরা এক গাছের শাখা প্রশাখায় অসংখ্য বাবুই পাখির বাসা। তারেক একের পর এক ক্যামেরা ক্লিক করছে। এ সুযোগে সুমি চঞ্চলা কিশোরী হয়ে উঠে। পানিতে নেমে পা ভিজিয়ে নেয়। বৃষ্টির পানিতে ভেসে আসা রকমারি ছোট ছোট ফুল তুলে তোড়া বানাতে থাকে।

এক সময় পানির সাম্রাজ্য পার হয়ে রিক্সা উঁচু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছনের চাল দেয়া ছোট ছোট মাটির ঘর দেখে মনে হয় বাহ কী শান্তির নীড়। রিক্সা থামিয়ে মুহূর্তে তারেকের ক্যামেরা আবারো ক্লিক করে ওঠে। হেঁঠে বেশ খানিকটা ঘুরে ঘুরে দেখে ! এই শান্তির নীড়ে এক রাত অবস্থান করার জন্য তারেকের মনটা আনচান করে ওঠে। তাই তো বার বার বলে, দেখ সুমি, এ শান্ত মাটির কুঁড়েঘর গুলো আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আয় আমার কোলে একটু মাথা রেখে ঘুমিয়ে যা।

রিক্সাচালক ছেলেটা এতক্ষণে দু'জনের মনোভাব অনেকটা বুঝতে পেরেছে। তাই তো বলে, স্যার, ঐ যে দুরে একটা লোক, ওকে জিজ্ঞেসা করেন, এখানে কোথাও থাকা যাবে কিনা ? রিক্সা থেকে নেমে বিনীতভাবে তারেক যখন জানতে চাইলো, ভদ্র লোকটি তারেকের সুপ্ত বাসনার কথা বুঝতে না পেরে অতি অনুনয়ের সাথে দেখিয়ে দিলেন বাগানের ম্যানেজারের বাংলো। রিক্সা আবার এগিয়ে চলছে। সুমি চারিদিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজছে। এই তুমি কি পাহাড়ী ঝর্ণার মৃদু কলতান শুনতে পাচ্ছ ?

তারেক বলে, হ্যা শুনছি, কিন্তু কোথাও কোন ঝরণা দেখছি নাতো !

রিক্সাচালক ছেলেটা তখন বলে, আপা, সামনে ঐ যে ছোট পুল, ওটার নিচেই পানির শব্দ। রিক্সা ব্রিজের ওপর থামিয়ে তারেক ক্যামেরা খুলে সামনে অনেক দুর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সুমি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে পানির কলতান শুনে আর দুর দিগন্ত ছোঁয়া সবুজের সমারোহের মাঝে আকাশে রৌদ্রে-মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে আপনমনে আবৃত্তি করে - আসুন ছবির মত এই দেশে বেড়িয়ে যান, রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা আপনি কোন শিল্পীর কাজে পাবেন না।

তারেক বলে, আকাশের অবস্থাও তেমন ভালো নয়। দ্যাখো, চারদিকে কেমন ঘনঘটা শুরু হয়ে গেছে। রিক্সা বড় সাহেবের সুবিশাল বাংলোর সামনে এসে থামলো এবং সৌভাগ্যক্রমে বড় সাহেবকেও পাওয়া গেল। বাগানের ম্যানেজার সাহেব অত্যন্ত অমায়িক লোক। উনার বাচ্চারা বড় হয়ে লন্ডনে লেখাপড়া করছে। কিছুদিন হল তাঁর স্ত্রীও সেখানে বাচ্চাদের দেখতে গেছেন। সবকিছু শুনে তিনি নব দম্পতিকে সাদরে অতিথি করে নিলেন এবং অকৃপণভাবে তাঁর সহযোগিতার হাত

বাড়িয়ে দিলেন। কি ভাবে পাতা থেকে চা এর দানা তৈরি হয় তা দেখাতে নিয়ে গেলেন ম্যানেজার সাহেব তাঁর ফ্যাক্টরিতে। সুমি মুগ্ধ হয় চমৎকার চা প্রসেসিং দেখে। সমস্ত ফ্যাক্টরি জুড়ে চা-পাতার কি মিষ্টি সুবাস! সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে আর কোথাও যাওয়া হলো না।

আকাশে আষাঢ়ী পূণিমার চাঁদ মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলছে। চমৎকার জোছনায় ঝিরঝির ঠান্ডা বাতাসে বাংলোর প্রশস্ত লনে বসে ম্যানেজার সাহেব তারেক আর সুমির সাথে গল্প করছেন। বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। আষাঢ়ী পূর্ণিমার চমৎকার জোছনায় গরম চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া উড়ে মেঘের সাথে মিলে আড্ডাটা বেশ জমে উঠছিল। পরদিন অফিস করতে হবে তাই ম্যানেজার সাহেব কিছুক্ষণ পর উঠে শুতে গেলেন।

এ ফাঁকে তারেক উদাস গলায় গান ধরে "আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে"।

পরদিন ম্যানেজার সাহেবের দেয়া গাইড যুবকটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারাগাছ, পাতাঘর ও কারখানা দেখাচ্ছে। তারেক ও আপন মনে ছবি তুলতে থাকে। সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছে সুমির কাছে ততই মনে হচ্ছে সামনের দিগন্তজোড়া চা বাগান হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। আর তাতে সাড়া দিয়ে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। রং বেরঙ্গের পোশাক পরা মাথায় গামছা বাঁধা মেয়েরা একমনে চা-পাতা তুলছে।

বাদলা দিনে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূর্যের শেষ ঝিলিকটুকু যখন মিলিয়ে যায়, বিদায় নিয়ে আবার দু'জনে ফিরে চলে যান্ত্রিক জীবনের দিকে।

****

বৃহত্তর সিলেট সমিতির সদস্য সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে সফলতা প্রসঙ্গে

♦ **বৃহত্তর সিলেট সামিতির অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও স্থপতি অধ্যাপক ডঃ আবু তাহের মোহাম্মদ জামিল ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই (Phd) ডিগ্রী পর্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি একজন প্রথিতযশা ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৬ সন থেকে জেদ্দায় King Abdul Aziz University কতৃপক্ষের আমন্ত্রণে সফল প্রকৌশলী হিসাবে অধ্যাপনা করে আসছেন। তাহার কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ এ যাবত বেশ কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ কর্তক পুরস্কৃত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। প্রচার বিমুখ ডঃ জামিলের প্রথম ছেলে **তৌফিক জামিল,** Jeddah থেকে A. Lavel সমাপ্ত করে Oxford University হতে Graduation নিয়ে বর্তমানে লন্ডনে এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন শুরু করেছে। ডঃ জামিলের অন্যান্য ছেলেমেয়েও লন্ডনের বিখ্যাত কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা লাভ করছে।

♦ লেখক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ প্রায় পৌঢ়ত্বে এসে যিনি পবিত্র **"কোরআন শরীফ"** হেফজ করেছেন। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সেদিনের নবগঠিত কার্যকরি কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করা পর্যন্ত বৃহত্তর সিলেট সমিতির (আহবায়ক) হিসাবে হাল ধরে রেখেছিলেন তিনি জনাব মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির। তাঁর ছেলে **তালাল মুরতাহিন বিল্লাহ** জেদ্দাস্থ International Indian Embassy School থেকে সাফল্যের সাথে শিক্ষা সমাপ্ত করে আমেরিকায় Computer Engineering কোর্স সম্পন্ন করে। বর্তমানে কর্মজীবনে যোগদান করেছে।

দীর্ঘদিন যাবত Islami Development Bank-এ অর্থনৈতিক গবেষকের কাজ করে, কয়েকবার পবিত্র হজ্বের মৌসুমে মিনাতে I. D. B. এর কোরবানী প্রকল্পে দায়িত্বভার আদায় করে জাতী ও উম্মাহর খেদমতকারী জনাব বিল্লাহর প্রথমা কন্যা **বাছমা মুরতাহিন বিল্লাহ** ঢাকা সিকদার মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস পাশ করে পুনরায় সিকদার মেডিকেল কলেজে কর্মে যোগদান করেছে । দ্বিতীয়া কন্যা **ওয়ারদা মুরতাহিন বিল্লাহ** বর্তমানে ঢাকায় বিশেষ এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছে।

♦ সিলেট "কাজিটুলা সমাজ কল্যাণ সমিতির" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য থেকে শুরু করে জেদ্দার বিভিন্ন সামাজিক, সাস্কৃতিক সংগঠনে যিনি সক্রীয় ছিলেন- সর্বশেষে জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস স্কুল ও কলেজের Guardian কামিটিতে বিপুল ভোটে সভাপতির পদে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। বৃহত্তর সিলেট সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত যার ছেলে **মাহমুদুর রহমান রনি** জেদ্দাস্থ মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে আমেরিকার City University of New York থেকে Computer Engineering সমাপ্ত করে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যায়নরত আছে। **রনি** এ যাবৎ কয়েকবার তার লেখাপড়ায় ভাল ফলাফলের জন্য পুরষ্কার ও প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করে শুধু বাংলাদেশী হিসাবে নয় এশিয়ানদের জন্য শুনাম অর্জন করেছে। জনাব আব্দুল মুকিতের প্রথমা কন্যা **রেবেকা সুলতানা**

রুমকিও একই মহাবিদ্যালয় থেকে কৃতকার্য হয়ে বর্তমানে ঢাকার এক মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নরত আছে।

♦ জেদ্দা তথা সৌদিআরবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বিশেষ পদে নিযুক্ত কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি সৈয়দ জিল্লুল হক। তাহার ছেলে **সৈয়দ জিয়াউল হক** সিলেট **উসমানী ক্যাডেট কলেজ** থেকে অত্যান্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সমাপ্ত করে বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পদে যোগদান করেছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশী পত্রপত্রিকায় ও টেলিভিষনে তাকে দেওয়া "Sword of অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়েছে।

♦ শিক্ষা, শিল্প, ক্রীড়া ও সংস্কৃতী নিয়েই যার জীবনব্যবস্থা এবং যার বাসস্থানে গেলে উপরোক্ত বিষয়গুলির জলন্ত রূপ দেখা যায়। তাঁর সন্তানদের প্রত্যেকেই উপরোক্ত গুণাবলীতে সমৃদ্ধ - শিক্ষা ও সাস্কৃতিক অঙ্গনে যাদের সফলতা - সেই সৌভাগ্যবান পিতা বৃহত্তর সিলেট সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (শিক্ষা বিষয়ক) জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরী। তাহার সকল ছেলেমেয়েই জেদ্দাস্থ
Embassy School & College থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যন্ত সফলতার সহিত সমাপ্ত করেছে। তাহার প্রথমা কন্যা **মুশরিকা রহমান চৌধুরী** ঢাকা সিকদার মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস পাশ করে কিছুদিন পুর্বে উক্ত কলেজেই প্রভাষিকা হিসেবে যোগদান করেছে। দ্বিতীয়া কন্যা **তৌহিদা রহমান চৌধুরী** বর্তমানে সিলেট রাবেয়া রাগীব মেডিকেল কলেজে ৩য় বর্ষে অধ্যায়নরত আছে। তৃতীয়া কন্যা **সামিয়া রহমান চৌধুরী** ঢাকা **সিটি ডেন্টাল** কলেজে ২য় বর্ষে শিক্ষা লাভ করতেছে। উনার ছেলে **ওয়ালীদ মুজিবুর রহমান চৌধুরী আদনান** কিশোরগঞ্জে, জহুরুল হক মেডিকেল কলেজে এম, বি, বি, এস প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে।

♦ হিসাব নিকাশে কঠিন বাস্তববাদি প্রায় দু'যুগ ধরে জেদ্দার বিখ্যাত Saudi Cane Company-তে Accountant এর পদে নিয়োজিত থেকেও ব্যক্তিগত জীবনে কাব্যচর্চা কার যার পরম সখের বিষয় ছিল। বৃহত্তর সিলেট সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (অর্থ বিষয়ক) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মালিকের জৈষ্ঠ কন্যা **শারমিন সুলতানা সিমু** জেদ্দা
School & College থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সিলেট শাহাজালাল কারিগরী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Physics Honors-এর চুড়ান্ত বর্ষে অধ্যায়ন করছে। পেশাগত Accountant জনাব মালিকের ছেলে **রায়হান মালিক**ও এবারে সিলেট সরকারী এম, সি, কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যামিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উচ্চ শিক্ষায় অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় আছে।

♦ সংযমশীল, মৃদুভাষী, সমাজসেবী সবার প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব জেদ্দার এক বিশেষ সংস্থায় দায়িত্বশীল কর্মে অধিষ্ঠিত বৃহত্তর সিলেট সমিতির উপদেষ্টা জনাব মহিউদ্দীন শাহরিয়ারের মেয়ে **তাছলীমা মহিউদ্দীন**

School & College থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সফলতার সহিত অতিক্রম করে বর্তমানে সিলেট রাবেয়া রাগীব মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষ এম, বি, বি, এস পড়ছে।

♦ "পরম উদার চির হাস্যজ্জল চেহারাখানি যার
ঘরখানাকে জনমিলন কেন্দ্রে করেছেন দান
সদা সর্বজনের সেবায় নিবেদিন যে প্রাণ ।
প্রবাসীর দু:সময়ে পার্শ্বে এসে হন দন্ডমান

স্বদেশীর জঠিলতায় দেন এক সঠিক সমাধান
সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আসরে
শুরু থেকে যার অবিরাম বিচরন।
বলেনত বিরল এ নামটি কাহার
সহনশীল রুহুল আমিন মাসুম যাহার"।

জেদ্দা মহানগরী Friends of Bangladesh এর সভাপতি, সাবেক পুর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নেতা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বৃহত্তর সিলেট সমিতির প্রবীণ সহ-সভাপতি রুহুল আমিন চৌধুরীর তনয়া **ওয়াহিদা আমিন চৌধুরী রুমু** জেদ্দার বাংলাদেশ দুতাবাস স্কুল ও কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে জেদ্দার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় Top of Honour প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষায় অধিষ্ঠিত আছে। জনাব আমিনের বড় ছেলে, **আদিল আমিন চৌধুরীও** আমেরিকায় লেখাপড়া করছে। সে বিভিন্ন সময় তাহার সহপাঠিদের সাথে প্রতিযোগীতায় জয়ী হয়ে বাঙ্গালীর নাম চির উজ্জ্বল করছে।

♦ ১৯৬৬ সনের বাংলার স্বাধীকারের সনদ ৬ দফা আন্দোলনে ও ১৯৬৯ সনে ১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানের বিপ্লবি-ছাত্র নেতা, যার সংগ্রামী জীবনে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হয়েছিল। তিনি অন্য কেউ নন স্পষ্টভাষী, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দু:সময়ের সাথী বৃহত্তর সিলেট সমিতির নবনিযুক্ত সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান। যিনি অনেক দিন যাবৎ সৌদি আরবের স্বনামধন্য Savola Co. তে যোগ্যতার সাথে কর্মরত আছেন তাহার দুই পুত্র **সাইফুর রহমান সুমন** ও **সাদিকুর রহমান ইমন** জেদ্দা, দুতাবাস স্কুল ও কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বর্তমানে ঢাকাতে

Bangladesh এ Computer Science-এ পড়াশুনা করছে।

♦ বয়সটা যার কাছে কোন Factor ই নয়, সদা সর্বদা যার মধ্যে তারুণ্যের ছড়াছড়ি, সর্বজনের প্রিয়পাত্র সদ্য নিযুক্ত বৃহত্তর সিলেট সমিতির যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক পদে অধিষ্টিত অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা হেলাল উদ্দীন আহমদ চৌধুরীর পুত্র **মাহার এ হেলাল উদ্দীন চৌধুরী** জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস স্কুল ও কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বর্তমানে **জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে** অর্থনৈতিক বিষয়ে অর্নাসে অধ্যায়নরত।

♦ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিখর পর্যন্ত প্রথম বিভাগের অধিকারী বৃহত্তর সিলেট সমিতির অন্যতম সদস্য আবুল কাশেম মোহাম্মদ সালেহ। যিনি ১৯৭৭ সন থেকে জেদ্দার শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্টান E. A. Juffali Company-তে সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। যার প্রাঞ্জল ভাষার উপস্থাপনা, ধারাবর্ণনা ও বক্তা হিসাবে জেদ্দার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সদা প্রশংসিত। জেদ্দা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি কাশেম সালেহর প্রথমা কন্যা **রিমা সালেহ** জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস স্কুল ও কলেজ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে বর্তমানে ঢাকায় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করছে।

♦ ১৯৬২ সনের শিক্ষা আন্দোলনে, ১৯৬৬ সনের ছয়দফা আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্র এবং ১৯৬৯ সনের ১১ দফা আন্দোলনে ও গনঅভ্যুত্থানের তুখোড় ছাত্রনেতা। ১৯৭০ এর জল্লোচ্ছাস ও মহামারিতে আর্তপীড়িত মানবতার সেবায় নিয়োজিত কর্মী। সিলেটে **এম সি কলেজের** ১৯৭০-৭২ সনের ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক। সর্বোপরি ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৃহত্তর সিলেট সমিতির নব

নিযুক্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস এর মেয়ে **কানিজ আমেনা কুদ্দুস মুন্নি** জেদ্দা, বাংলাদেশ দুতাবাস স্কুল এবং কলেজ থেকে উত্তীর্ন হয়ে ঐতিহ্যবাহী **মুরারীচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে** ইংলিশ অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম এবং সিলেট সরকারী পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ২য় স্থান অধিকার করে কোনটাতেই ভর্তি না হয়ে তার একমাত্র পছন্দনীয় বায়োকেমিষ্ট্রি পড়ার জন্য **শাহাজালাল প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে** অর্নাসে আধ্যায়ন করছে। এই পর্যন্ত সে তার বিভাগে প্রতিযোগীতায় সাফল্যর জন্য কতৃপক্ষ কতৃক প্রশংসিত হয়েছে বহুবার।

♦ সদাহাস্য সল্পভাষী, বৃহত্তর সিলেট সমিতির বিশেষ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মুফাজ্জল আলী। যিনি ১৯৭৭ সন থেকে সৌদি সেলাইন কোম্পানীতে দক্ষতার সহিত কর্মরত আছেন। তাহার প্রথমা কন্যা **জোমেরা বেগম লিজা** বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ থেকে কৃতকার্য হয়ে বর্তমানে সিলেট **রাবেয়া-রাগিব মেডিকেল কলেজে** অধ্যায়নরত আছে।

♦ ১৯৭৭ সন থেকে জেদ্দাতে বিশ্বের সকল দিক থেকে আগত প্রাবসীদের সাথে যাহার শুভেচ্ছাপূর্ণ সম্পর্ক, বিশ্বভ্রমণ করা যার একমাত্র শখ - একবার তার সাথে পরিচয় পর্ব হয়ে গেলে যা খসে পড়ার প্রশ্নই উঠে না। যার সম্মন্ধে স্বদেশী মহলে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, "বহুবছরের পুরাতন কোন পরিচিত জনের সর্বশেষ ঠিকানা কিংবা ফোন নম্বর দরকার হলে ডাইরেক্টরীতে না খুঁজে, তাকে জিজ্ঞাসা করে নেন। এক মুহুর্তে ঐ লোকের সর্বশেষ অবস্থান ও দুরালাপনী নম্বর পেয়ে যাবেন।" এমনি সার্বক্ষণিক আন্তরিক জনসংযোগ রক্ষাকারী, জনহিতৈষী বৃহত্তর সিলেট সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি কওছর জামান চৌধুরী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পদিকা বেগম **জামান চৌধুরীর** কন্যা **লিনা কওছর চৌধুরী** জেদ্দা দুতাবাস স্কুল ও কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষায় অবর্তীর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষামান আছে।

♦ যদিও মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত সকল প্রবাসীকে যে কোন একটি পেশায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। তথাপি পেশাগত কার্য্যে অনেকে কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী পরিচয় দেন। তারা পেশাকে নেশা হিসাবে বাস্তবায়ন করে থাকেন। তাদের মধ্যে একজন বৃহত্তর সিলেট সমিতির ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোমিন। যিনি দীর্ঘদিন বিখ্যাত B.M.W Co. তে নিয়োজিত ছিলেন। পরে কয়েক বছর হলো Saudi International Co. তে যোগদান করে তার কার্য্যের ফলশ্রুতিস্বরূপ এ-যাবৎ কয়েকবার S.I.C. এর মার্কেটিং প্রতিনিধি হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী জনাব মুমিনের পরিবার যে, লেখাপাড়ায় ও পারদর্শী তার প্রতিটি ছেলেমেয়ে সকল পরীক্ষার ফলাফলে তা প্রমাণ করেছে। বড় মেয়ে **সৈয়দা মহসিনা জান্নাত জুসি** জেদ্দা, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যামিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

♦ বিশিষ্ট লেখক, গল্পকার ও সাহিত্যিক, যাদের বাসস্থানখানি সত্যিকার অর্থে একটি সাহিত্যাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের এবং বিশ্বের আনাচে কানাচে যাদের লিখিত গ্রন্থের অসংখ্য পাঠক সৃষ্টি হয়েছে এবং জেদ্দার বাংলা সাহিত্যাঙ্গনকে যারা শুরু

থেকে সমুন্নত রেখেছেন, প্রবাসে বাংলাসাহিত্য চর্চার পুরধা দম্পতী, যাদের তৎপরতা ও কার্যক্রম শুধু জেদ্দা সৌদি আরবে সীমিত থাকেনি, সুদুর ইউরোপ আমেরিকা, এশিয়া-অফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছে - এই সফল দম্পতীই হচ্ছেন বৃহত্তর সিলেট সমিতির উপদেষ্টা জনাব নজমুল চৌধুরী ও গুলশান চৌধুরী। জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের আদর্শ শিক্ষিকা মিসেস গুলশান চৌধুরীর ছেলে **সাকিব চৌধুরী উক্ত স্কুল থেকে এস. এস. সি পাশ করে বর্তমানে ঢাকায় পড়ছে** ও মেয়ে **ওয়াফা চৌধুরী** Philipine এবং জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (ইংলিশ শাখা) থেকে পাশ করে বর্তমানে Maple- ঢাকা থেকে এ-লেভেল সমাপ্ত করছে।

◆ সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, অবিশ্বাস্য ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশের অন্যতম বিভাগ সিলেট,- পীর-দরবেশ, সাধক-শিল্পী, জ্ঞানী-গুণী এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যে মাটি লালন করেছে, প্রকৃতি ও খনিজ সম্পদের ভান্ডার - দুটি পাতা একটি কুড়িঁর দেশ সিলেট। সুরমা পারের সুযোগ্য সন্তান, সিলেটবাসী তথা জেদ্দাপ্রবাসী বাংলাদেশীদের অগ্রজ বলে সমাদৃত। দুই যুগ ধরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Saudi British Bank এর Manager পদে অধিষ্টিত থেকে যিনি প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশী শুধু নিম্নমানের কর্মজীবি নয়। তিনি বৃহত্তর সিলেট সমিতির নবনিযুক্ত **সভাপতি** জনাব খায়রুল আলা চৌধুরী, তাহার মেয়ে **ফারজানা চৌধুরী, লুবনা ও ছেলে নাহিদ চৌধুরী** জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে (English Section) -এ পড়াশুনা করে কিছুদিন পুর্বে আমেরিকার New York- এর উন্নততর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা জীবন শুরু করেছে।

সিলেট তথা বাংলাদেশের আগামী দিনের প্রজন্মরা সকলের দোয়া প্রার্থী।

(**বি:দ্র:** আমাদের অজান্তে বৃহত্তর সিলেট সমিতির কোন সদস্যদের ছেলেমেয়ের (শিক্ষার্থী) কথা অনুল্লেখিত থাকলে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দু:খিত)

- শীতল পাটি প্রকাশনার সৌজন্যে

তথ্যাবলী সংগ্রহে

সৈয়দ নুরুল ইসলাম (বাচ্চু)

“ইসলামের আলোকে দেশপ্রেম”

মোহাম্মদ আতোয়ার খান

এটা কোন কবির কল্পনা নয়। কোন উপান্যাসিকের উপন্যাস নয়। কিংবদন্তির কাহিনীও নয়। অনুমান ও অন্ধবিশ্বাসের ভান্ডার নয়। ইতিহাসের উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মহানবী (স:) এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনে এক মুহূর্তের তরেও তার মহান হৃদয়ে অধৈর্য্য-উৎকণ্ঠা সফলতার অস্ফালন, ব্যর্থতার অবসাদ ঠাঁই পায় নাই। মক্কার কোরেশগণ চরম অত্যাচারের পর যখন তাকে হত্যা করার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করলো, তখনই তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ

থেকে হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হলেন। আপন মাতৃভুমি ত্যাগ কালে শান্তির বাহকের মুখমন্ডল ছিল মাতৃভূমির প্রেমে উদ্ভাসিত, স্বর্গীয় তেজ:পুঞ্জে দীপ্ত। হৃদয় ছিল প্রশান্ত। কিন্তু মক্কা নগর ছেড়ে বেশ দুর যাওয়ার পর বারবার তিনি পেছন ফিরে মাতৃভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর বারবার দৃষ্টিপাতের অবস্থার ভাষা ছিল- “জন্মভূমি মক্কার প্রতি হৃদয়ে ভালবাসার আবেগ ! বললেন - আমার প্রিয় জন্মভুমি ! আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু তোমার অবুঝ সন্তানগন আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকতে দিল না।”

মহানবী (দ:) রহস্য বিজ্ঞানী আল্লাহর রাসুল (স:) এবং বিশ্ববাসীর জন্য “রাহমাতুললিল আলামিন”। তিনি জন্মভূমিকে ভাল না বাসলে কে ভাল বাসতো ? বিশ্ববাসীর প্রতি তার প্রেম-প্রীতি

না থাকলে আর কার থাকতো ? তার এ ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ছিল কেবল স্বর্গীয়। এব মধ্যে কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের নামগন্ধও ছিলনা।

মহানবী (দ:) এর জীবনী ও আল কোরআনের মর্মকথার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যনীয় ব্যাপার এই যে, মানবজাতি যাতে তাদেরই মঙ্গলের জন্য আল্লাহর প্রতি অনুগতশীল হয়ে যায়, এটাই ছিল তার জীবনের অন্যতম সাধনা। কিন্তু অন্য লোকেরা আল্লাহর প্রতি অনুগতশীল হবে এজন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অত্যাধিক আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন কেন ? কেবল সত্য প্রকাশ করে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না কেন ? এ জন্য এত নিগ্রহ-নির্যাতন ভোগ করেছিলেন কিসের জন্য ? মানব আল্লাহর প্রতি অনুগতশীল না হলে তার এত মর্মাহত হবার কি কারণ ছিল ? মহান আল্লাহ স্বয়ং আল কোরআনে বলেছেন, “যদি তারা এই বিষয়ে. বস্তুত (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি (মহানবী) পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন”। (সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত-৬) আল কোরআনের অন্যত্র তিনি বলেন, “এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন”। (সূরা আশ-শুআরা, আয়াত, ২-৩)

মানব আল্লাহর বাণী আল-কোরআনকে বিশ্বাস করে নাই বলে মহানবী (দ:) এর মর্মাহত হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। তিনি একদিকে আল্লাহর রাসুল (দ:) অপরদিকে তিনি মানবকে ভালবাসতেন। তিনি নবুয়তী জ্ঞান দিয়ে দেখেছেন, মানব জাতির বেশীরভাগই নিজেদের উপর অনাচার-অত্যাচার করে নিজেদেরকে অনন্ত নরককুন্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাপে তাপে দগ্ধ হয়ে সে তার মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করছে। মহান আল্লাহর অনন্ত রহমত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে সে দুনিয়ার যত কদর্য্য বিষপাত্রের জন্য ছুটে যাচ্ছে।

জাগতিক অভিশাপের বিষপান করে জ্বলে পোড়ে মরছে। এসব কারণেই মহানবী মানবের ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন কারণ হতভাগা মানবের কল্যাণ সাধনই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। মূলত: আল্লাহতায়ালার আদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ের গভীরে ছিল নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম। মানবের প্রতি তারা নি:স্বার্থ ভালবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ পাক আল-কোরআনে বলেন, "তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন মহাপুরুষ। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।" (সূরা তওবা, আয়াত-১২৮) এই আয়াতের মর্মকথাই হলো তিনি ছিলেন মানব প্রেমিক। তার মধ্যে ছিল বিশ্বপ্রেম। আর বিশ্বপ্রেম ও দেশপ্রেমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমরই অন্তর্ভুক্ত। দেশপ্রেমকে মহানবী (দ:) বিরাট মর্যাদার চোখে দেখেছেন তাই তিনি বলেন, "হুববুল ওয়াতন মিনাল ঈমান।" অর্থাৎ দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

আমাদের রাসুলে পাক (দ:) এর ভালবাসা কেবল মানবজাতির মধ্যে সীমিত ছিল না। কারণ তার নবুয়তের আলোর কারণে তার মধ্যে এক প্রবল শক্তিশালী ঈমান ছিল যে, তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন, আল্লাহতায়ালা তার সমগ্র সৃষ্ট জীবকে আপন মমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি জীবনই তার আনন্দিত চিত্তের সৃষ্টি। তাই মহানবী (স:) মনে করতেন, আল্লাহতায়ালার সমগ্র সৃষ্টিকে ভালবাসা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

মহানবী (স:) এর মহত্ব উদারতা ও আদর্শের কোন তূলনা হয় না। একরামার পিতা আবু-জেহেল ছিলেন ইসলামের চিরশত্রু। তিনি মহানবী (স:)-এর উপর আজীবন যে অবর্ণনীয় পৈশাচিক অত্যাচার করেছেন, ইতিহাসে এর করুণ বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর একদা আবুজেহেলের পুত্র ইকরামা এসে মহানবী (স:)-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, মুসলমানগণ তার মৃত পিতাকে গালাগালি করেন। হযরত তাতে অত্যন্ত দু:খিত হয়ে ভক্ত বৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, "মৃতদিগকে গালাগালি দিয়ে জীবিতদিগকে যন্ত্রণা দিওনা। মৃতগণ তাদের কর্মফল নিয়ে চলে গেছে। অতএব তাদেরকে গালি দেওয়া অনুচিত। মৃত ব্যক্তিগনের জীবনের মন্দ দিকটা পরিত্যাগ করে কেবল তার উত্তম দিকটার আলোচনা করা উচিত। আবু-জেহেলের ন্যায় ইসলামের প্রধানতম শত্রুর জন্যও মহানবী (স:) এর এই আদেশ ছিল। কিন্তু আজ আমরা কোথায় ? অমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দের পেছনে কূৎসা গেয়ে যাচ্ছি। অল্প বিদ্যার উপর নির্ভর করে নিন্দার অলংকার দিয়ে সাজিয়ে অনেক বই-পুস্তক লিখে নিজেদের পন্ডিত্য জাহির করছি। তাতে আমাদের মনে আনন্দেরও উদ্রেক হয়। অথচ এটার মধ্যে আত্মার কোন আনন্দ নেই, ত্যাগের কোন মহিমা নেই। আছে কেবল ঈর্ষা-বিদ্বেষের চরিতার্থ হেতু অতি ক্ষুদ্র মনের পরিচয়। অথচ একথাটা আমাদের আত্মাকে ফাঁকি দিয়ে আত্মার কাছে গোপন করে যাচ্ছি। আমাদের মনে যে অপবিত্রতার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, এর প্রতি নজর দিয়ে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে দেশপ্রেম জন্মলাভ করতে পারে ? আমাদের চরিত্রের অবস্থা তারা স্বচক্ষে দেখে দেশপ্রেমিক হতে পারবে ?

আমাদের দেশপ্রেমহীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ,পরনিন্দা ও কুৎসা রটনা যদি মুখের ভাষণ ও লিখনীর মধ্যে সীমবদ্ধ থাকতো তবে একটা কথা ছিল। কিন্তু আমরা সীমালঙ্ঘন করে চলেছি। আমাদের বর্বরতা আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজি করে অসংখ্য নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রও এর নিন্দা করছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের

মর্যাদায় আসীন হয়েও আমরা বেমালুম ভুলে গেছি, ইসলাম শান্তির ধর্ম- যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যাযজ্ঞ এবং বোমাবাজির মধ্যে ইসলামের অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের মহানবী (স:) জন্মভূমির মমতা ত্যাগ করে মদিনায় প্রস্থান করেছিলেন। নিজের প্রাণের ভয়ে তিনি এ কাজ করেন নাই। তিনি নানাবিধ হেয়তা স্বীকার করেও হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। তিনি জীবনের প্রত্যেক সুযোগে অমুসলমান জাতি-সমূহের সাথে সন্ধিস্থাপনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন।

এ সবের মর্মকথা হলো, মহানবী (স:)-এর মধ্যে খোদাপ্রেম ছিল। আর খোদাপ্রেমই দেশপ্রেমের উৎস। কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে দেশপ্রেম না থাকার একমাত্র কারণ হলো, আমাদের মধ্যে যথার্থ খোদাপ্রেম নেই। আজ আমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। দুনিয়ার প্রকৃত রূপ কি, তা আমাদের অজানা বলেই আজ আমাদের এই অবস্থা। জ্ঞানীগন বলেছেন, "মূলত: দুনিয়া একটি কুলটা রূপসী কামিনীর আকৃতির ন্যায়। সে তার সৌন্দর্য দ্বারা মানুষকে তারই দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তার এমন গুপ্ত দোষ আছে যে, তার সাথে মিলনের আসক্তিই মানুষকে ধ্বংস করে।" দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কারণে আমরাও ধবংসের অগ্নিকুন্ডে, ঘুষ, জালিয়াতি, চোরাচালানী, গুপ্ত হত্যা, রাহাজানি, ডাকাতি, সীমাহীন দুর্নীতি, বোমাবাজি, নারী ধর্ষণ, অন্যায়-অবিচার, বিভিন্ন প্রকার সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ আমাদের জাতীয় জীবনকে দুর্বিষহ ধবংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আজ আমরা সম্পুর্ণরূপে ভুলে গেছি, মহানবী (স:) বাণী, যার গৃহ নেই সে দুনিয়াকে গৃহ মনে করে। যার বুদ্ধি নেই সে দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় করে। যার জ্ঞান নেই সে দুনিয়ার জন্য অন্যের সাথে শত্রুতা করে। যার বিচার শক্তি নেই সে দুনিয়ার জন্য অন্যের সাথে ঈর্ষা করে। যার শক্ত ঈমান নেই সে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করে।" তিনি আরও বলেন, "প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তার বিভোর হয় সে কোন বিষয়ে আল্লাহ ভীরু নয়। আল্লাহ তার হৃদয়ে চারটি স্বভাব প্রদান করেন। (১) দুশ্চিন্তা, যার কোন শেষ নেই। (২) কর্মব্যস্ততা, যার কোন অন্ত নেই। (৩) দারিদ্রতা, যা কখন তাকে ধনী করতে পারবেনা। (৪) এমন আশা, যার কখনও সমাপ্তি নেই।"

এটা সুস্পষ্ট যে, আজ আমরা উক্ত চারটি কু-অভ্যাসের লৌহ জিঞ্জিরে বন্দী হয়েছি। আমাদের পরিণাম কি ? মহানবী (স:) তার সাহাবীদেরকে আরও বলেন -

" তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, অন্ধতা দূর করে উজ্জ্বল দৃষ্টি পেতে অভিলাষ না করে ? সতর্ক হও, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি যত আসক্ত এবং এরজন্য যত দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আল্লাহ তার হৃদয়কে তত বেশী পরিমাণ অন্ধ করে দেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করে এবং আশা-ভরসাকে সংক্ষেপ করে নেয় আল্লাহ তাকে শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান দান করেন এবং হেদায়ত ব্যতীত পথ প্রদর্শন করেন। সতর্ক হও, তোমাদের পরে শীঘ্রই এমন লোক হবে, যাদের রাজ্য মানুষ হত্যা ও অত্যাচার ব্যতীত ঠিক থাকবে না। অহংকার ও কৃপণতা ব্যতীত যাদের ধনার্জন হবে না। মোহের অনুসরণ ব্যতীত যাদের ভালবাসা হবে না। সতর্ক হও, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে যুগ পায়-এবং ধনোপার্জন করতে পারলেও দরিদ্রতার উপর ধৈর্য্য ধারণ করে এবং ভালবাসা পেলেও ঘৃণার উপর ধৈর্য্য ধরে থাকে। সম্মান অর্জন করতে পারলেও অপমানের উপর সবুর করে থাকে। এসব কার্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুর উদ্দেশ্য থাকে না - আল্লাহতায়ালা তাকে পঞ্চাশজন ছিদ্দিক ব্যক্তির পুণ্য দান করবেন।"

মহানবী (স:) এর বিরুদ্ধাচরণ করে বর্বরতা ও নৃশংসতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে আমাদের পরিনাম কি শুভ হবে ? আল্লাহতায়ালা আল কোরআনে বলেন, যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচারন করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" (আয়াত-১১৫, সূরা নিসা) আল্লাহতায়ালার মহান বাণী আল কোরআনকে অবিশ্বাস করা যায় না, তিনি আল কোরআনে উল্লেখ করেন, "বস্তুত যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবেনা।" (সূরা আরাফ, আয়াত:১৮২)

তাই ধৃত হওয়ার পুর্বেই আমাদের মধ্যে খোদাভীতি জাগিয়ে তুলতে হবে। তখনই আমাদের মধ্যে জেগে উঠবে খোদাপ্রেম। তখনই হতে পারবো বিশ্ব প্রেমিক এবং আমাদের মাতৃভূমিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারবো, আমাদের মধ্যে জেগে উঠবে স্বর্গীয় দেশপ্রেম। দেশপ্রেম সকল মহত্ত্বের উৎস, মনুষ্যত্বের প্রসূতি। দেশপ্রেম মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে। দেশেপ্রেম শুধু মানুষের মোহমুক্তি ঘটায় না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে স্বীয় স্বার্থ থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। দেশপ্রেম মানুষের ভেতরকার আত্মকেন্দ্রিকতা বিনষ্ট করে এবং সকল জড়তা ধবংস করে। দেশপ্রেম মানুষের ভেতরকার সকল সংকীর্ণতা দুর করে মানুষকে মহৎ হওয়ার দীক্ষা দেয়। স্বদেশ-প্রীতির স্পর্শে মানুষের ভেতরকার সকল পশুত্ববোধ বিদুরিত হয় এবং মানবকল্যাণে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করার দীক্ষা লাভ করে। মূলত: দেশপ্রেম নামক পরশ পাথরের স্পর্শেই মানুষ পৃথিবীর বুকে স্মরণীয়, বরণীয় ও সকলের পূজনীয় হয়ে থাকে। তাই মাতৃভমিকে ভালাবাসার মধ্যে স্বর্গীয় সুখ নিহিত।

Islam, the revulation of Allah

M. A. Khalique Farauque
Saudi ETA Co. Jeddah.

Islam, which has been projected as religion of terrorism after 9/11 incidence with all available resources, is not just a religion. infact, religion constitures a very small part of total Islam, which is tryly a way of life. Whoever be the super power in whatever period and in whichever walk of life, Islam has always proved to be an ideological superpower, in all spheres of life. Every time any mischievous character, be it the followers of Communism or be it the prostrates of Capitalism or whomsoever, have tried to create some misconceptions against Islam, they found out that Islam drew more and more attention of the crowds and every such attempt has utterly failed.

A questions that why Islam attracts people with such a high pace could be easily answered by just going through the small introductory leaflet about Islam or making query to any Islamic Center, which can be found in any corner of the world.

misunderstood by people. They think that the behavior, dress customs, food habits, art and music etc., represents the culture of a community. But these things of a community my differ from period to period with respect to the fashion of the age. But truly speaking culture is defined as the group of several activities governed by a way of

A very important factor that play a key role in the framework of an Islamic community is that its principles of life are originated from the Quran and the life of Prophet Muhammad (pbuh). Based on these principles, Islam makes and integrated nation, which frames a constructive society, which works for the all-round development of humanity, whether be it science and technologyor be it the moral and spiritual upliftment. It guides its followers in all aspects of their lives, right from the eating and sleeping habits to the just governance in the land. Each of its divisional teaching requires a big voluem of a book to describe. Scholars from the pat time have been working in these areas to interpret the teachings of Islam in the best possible way. But for some people from the times immemorial, this fact is very difficult to digest that Islam as a systme of life. Such people lived with the advent of Islam in the age of Prophet Muhammad (puuh) and are still existing in this age as modern day ignorants. The only difference between them it that whilst those people were illuterates bound by the geographical boundaries and could not come out from their ares to draw the attention of the world, the modern ignorants possesses and weaponry of media and military.

life and an ideology, which dominates and controls a group of people. And under this ideology the give group decides dos and do nots in its fifestyle to live in this world. With this background, one can see that Islam offers the best ever culture to the mankind. It provides a comprehensive teaching for each and every situation that can arrive at any stage of life, right from the food habits to the internatioanl dealings. It does not leave any field of life unguided.

Regarding the dress customs, food habits etc., which are termed as the culture, Islam provides certain codes that has to be kept under consideration. Within the gives circumference, a Muslim is independent to adop, whatever feasible, dress and food for himself. At the same time another Muslimis independent to adopt any dress or food of another fashion wtihin the same circumference. The same principle is applicable toall other areas of life. The characteristic feature of Islamic culture is that whatwever be the lifestyle of its believers, if it lies within the prescribed boundaries, they form an integrated society and universal brotherhood. This kind of bortherhood, which surely overtakes the blood relations in case it collides with its principle, could not be found in any other religions. In fact, if one refers to the religious scripture of other religions, he could easily find that they divide the community among different classes. If one wants to prove this fact, he can go through the scriptures of any religion.

They tried to defend Islam from spreading in the land but could not succeed. These people try to suppress Islam using their engineering sophistication and military power, but alas! They cannot beat the prima-facie ideology of Islam. These kind of people want to classify Islam as a religion alone, as they did with other religios. They do not want their Gods to interfere in their worldly matters. Infact they want to follow their self-framed laws and want to imprison the Gods in their places of worship. In the modern age, this thought has taken the new turn in the name of scientific and technological development. Thus idea remains but with the modern ignorance.

The people around the globe have been trying various ways of life for more than two centuries. But they could find no peace in any of them. Industrialization, green revolution, communism, socialism, secularism, nationalism and present day capitalism have failed to provide permanent solutions to the problems of the manking, though they offered some short-term solution. One can easily find the peace of the world shattered in the worst way under the

capitalism. Is not beter if the world try Islam as a way of life and give Islam and opportunity to bring peace to their lives.

এশিয়ান কার্গো সার্ভিস

গুলিল, বাংলাদেশী বাজার

জেদ্দা, সৌদিআরব

ফোন ঃ ৬৩৬-৫২১৯ * ফ্যাক্স ঃ ৬৩৫৩১১৮

টিকেটিং ও কার্গো করার এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক ঃ লায়েক আহমদ

শাহজালাল ষ্টোর

আনাকিস [মাকরুনা]

বাংলাদেশী মাছ, সব্জী ও যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

প্রো ঃ আতিকুর রহমান

মোবাইল ঃ ৬৭২-৩৩৫৫

ফিফা রেষ্টুরেন্ট

(বাংলাদেশ হোটেল)

আনাকিস [বাঙালী বাজার]

সুস্বাদু রুচীশীল খাবার সরবরাহ
ও
পরিচ্ছন্নতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

প্রোঃ আলম মোস্তফা
মোবাইল ঃ ৬৬৭-৮৩৩৪

নাহার মিনি মার্কেট

আনাকিস [বাঙালী বাজার]

বাংলাদেশী মাছ, সব্জী ও যাবতীয়
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।

প্রো ঃ আতিকুর রহমান
মোবাইল ঃ ০৫২৬৮৮৮১২

- "ডাকো তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম নসীহত সহকারে আর বির্তক কর উত্তম পন্থায়" । [সুরা নহল–১২৫]

- "তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে ? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অর্ন্তভূক্ত" । [সুরা হামীম সেজদা] ।

- "তোমারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা" । [সুরা ইমরান–১০৩]

- "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও কল্যাণের দিকে ডাকবে । ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে, এ লোকেরাই সফলকাম" । [সুরা ইমরান–১০৪]

- "আল্লাহ প্রতি ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজ" । [বুখারী শরীফ]

- "সংগর্ঠন ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্বই নেই [খলীফা উমর [রা:]

- সাহিত্য নিয়েও আজ গোড়ামী চলছে । এই স্বর্গীয় বস্তুটির মাঝেও বিভেদ মাথাছাড়া দিয়ে উর্ঠেছে । তাহলে বোঝা যায় না , কে গান শোনাবে আগামী দিনের জন্য । এই সুন্দর সময়টি যেন বৃথা না যায় । সত্য সুন্দরের বিশ্বাস থেকে নির্বাসনে গেলে হয় রুচির বিচ্যুতি । সেখান থেকে উত্তরনের জন্য মননশীল সাহিত্যের প্রয়োজন অনিবার্য । কেননা সাহিত্য সেই উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি–বিবেক মনোভাবের মানুষ বৃদ্ধি করার কাজই করে [নিউজার্সী] ।

- মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয় । [প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ]

- যে শিক্ষা গ্রহণ করে তার মৃত্যু নেই । [আল–হাদীস]

- যে কখনো বিদেশে যায়নি, সে কখনো দেশের মর্যাদা বুঝতে পারেনা । [জর্জ ব্রো]

- মুহাম্মদ [স] এর কর্মপদ্ধতি ছিল মানব চরিত্রের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। আর একথা বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য যে, মুহাম্মদ [স] এর শিক্ষা ও আদর্শ ছিল একান্ত বাস্তবভিত্তিক [লিও টলষ্টয়]

- প্রতীচ্য যখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিল আলো ও স্বস্তি। ইসলাম একটি অসত্য ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক, তাহলে তারা আমার মতই ইসলামকে ভালবাসবে।[মহাত্মা গান্ধী]

- মুহাম্মদ [স] এর ধর্মকে, তাঁর বিস্ময়কর শক্তি এবং সততার জন্য আমি সব সময়েই শ্রেষ্টত্বের মর্যাদা দেই। আমার মতে মুহাম্মদ [স] এর ধর্মই একক ধর্ম যা সর্বকালের পরিবর্তনশীল সমস্যার ক্ষেত্রে এক আকর্ষণ রাখে। আমি এ বিস্ময়কর মানুষটি সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছি। তাঁকে 'মসীহর দুশমন' আখ্যা দেয়া তো দুরের কথা বরং তিনি মানবতার মুক্তিদাতা। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি তাঁর মত কোন ব্যক্তি পৃথিবীর শাসনকর্তা হতেন তাহলে আমাদের বিশ্বের সমস্ত সমাধান হয়ে যেতো। আর এ ধরণীটা পরিণত হতো আনন্দ ও নিরাপত্তার লালনক্ষেত্র।[জর্জ বার্নাড শ]

- আমি প্রশংসা করি ঈশ্বরের এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে মুহাম্মদ [স] ও কোরআনের প্রতি। কয়েকবছরের মধ্যে মুসলমানেরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিল। মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা অনেক আত্মাকে। তাই মুহম্মদ [স] ছিলেন এক মহান ব্যক্তি [নেপোলিয়ান বোনাপার্ট]

- আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার বা জাতির মঙ্গল করেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যক্তি বা জাতি নিজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা না করে। [আল কোরআন]

- অহংকারে উন্মত্ত হয়ে মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার করোনা। আর মাটির বুকে দম্ভের সহিত বিচরণ করোনা কারণ একগুয়ে ও দাম্ভিককে আল্লাহ ভালবাসেন না। [আল–কোরআন]

- যে ব্যক্তি দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করেনা আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর কোন রহমত ও বরকত নাজিল করবেন না। [আল হাদীস]

কেন্দ্রিয় পরিষদ, বৃহত্তর সিলেট সমিতি, জেদ্দা।

পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা মন্ডলী	ডঃ এ,টি,এম জামিল পৃষ্টপোষক	মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির প্রধান উপদেষ্টা	নজমুল চৌধুরী উপদেষ্টা	মহিউদ্দিন শাহরিয়ার উপদেষ্টা
কার্যকরী পরিষদ	খায়রুল আলা চৌধুরী সভাপতি	রুহুল আমিন চৌধুরী সহ-সভাপতি	কওছর জামান চৌধুরী সহ-সভাপতি	আলী তাওয়াজ খান লোদী, সহ সভাপতি
ডাঃ শামস আল-হোদা, সহ-সভাপতি	মোঃ মাসুদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক	হেলালউদ্দিন আহমদ চৌঃ (যুগ্ন-সম্পাদক)	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সাংগঠনিক সম্পাদক	মোঃ ফকরুদ্দিন আলী সম্পাদক (অর্থ)
মোঃ আব্দুল মোমিন সম্পাদক (বিনিয়োগ)	মোঃ আঃ খালিক ফারুক সম্পাদক (সাংস্কৃতিক)	মোঃ আবু সুফিয়ান সম্পাদক (ক্রীড়া)	মোঃ আব্দুন নূর সম্পাদক (ধর্ম)	এ,কে, আলফা চৌধুরী সম্পাদক (শ্রম কল্যাণ)
মোঃ আঃ নূর তালুকদার সম্পাদক (সমাজকল্যাণ)	শামীমা জামান চৌধুরী সম্পাদক(মহিলা বিভাগ)	মারুফ আহমদ সম্পাদক (দপ্তর ও নথি)	রুহুল আমিন টিপু সহ-সম্পাদক (সংগঠন)	সফিক উদ্দিন আহমদ সহ-সম্পাদক (অর্থ)
মোঃ আব্দুল হাদী, সহ-সম্পাদক (সাহিত্য)	রুহুল আমিন তরফদার সহ-সম্পাদক (শিক্ষা)	ইকবাল আহমদ সিদ্দিকী সহ-সম্পাদক (ক্রীড়া)	মোঃ আব্দুল হামিদ সহ-সম্পাদক (ধর্ম)	দিলরুবা ফকরুদ্দিন সহ-সম্পাদক (মহিলা)

ওয়েব সাইটকরণ

আনোয়ার হোসেন শিপন

জেদ্দা, সৌদী আরব

www.geocities.com/newshipon